ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৯ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 June, 2023 ■ আগরতলা ২৮ জুন ২০২৩ইং ■ ১২ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কলেজগুলিতে পরীক্ষায় ব্যাক পেপার পাওয়ায় এবিভিপির ব্যানারে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ। ছবি নিজস্ব।

পরীক্ষায় ব্যাক পেপার, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপক হারে ব্যাক পেপার আসায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ বিক্ষোভ সামিল হয়। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সামনে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের প্রচুর পরিমাণে বেক ব্যাপার এসেছে। সেই বিষয় নিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কলেজ ছাত্রছাত্রীরা। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাথে মিলিত হয়। এই জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য পুনরায় পরীক্ষা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে আন্দোলনকারী ছাত্র-ছাত্রীরা। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপাচার্য একটি বৈঠক আহ্বান করেছেন। বৈঠক শেষে এর ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে জানিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের ভিত্তিতে অবশেষে আন্দোলনকারীরা তাদের আন্দোলন আপাতত প্রত্যাহার করে নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে এই ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়ে।

আমবাসায় ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। কলকাতা-আগরতলা এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার সকালে আমবাসা রেল স্টেশনে ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় মানুষ ঘটনটি প্রত্যক্ষ করে খবর পাঠিয়েছে আমবাসা জিআরপি-তে। রেল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধলাই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

কিন্তু মৃত ব্যক্তির এখনো পর্যন্ত কোনো পরিচয় জানা যায় নি বলে জানিয়েছেন জনৈক রেল পুলিশ।তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল আটটা নাগাদ খবর আসে স্থানীয় মানুষ আমবাসা রেল স্টেশনে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে সানীয় মানুষ আমবাসা জিআরপি-তে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে জিআরপি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ধলাই জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।তিনি আরও জানিয়েছেন, মৃতদেহ একজন পুরুষের ছিল। কিন্তু মৃত ব্যক্তির এখনো পর্যন্ত কোনো পরিচয় জানা যায়নি।

কৈলাসহরে ব্রাউন সুগার সহ আটক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে আবারো সাফল্য পেয়েছে। ভগবান নগরে একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ব্রাউন সুগার ও নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

নেশা মুক্ত রাজ্য গঠন করার আহবানে সারা দিয়ে পুলিশ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত রেখেছে। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে ভগবান নগর এলাকার মায়ারুন বিবির বাড়িতে হানা দিয়ে ব্রাউন সুগার সহ নগদ ৫০০০০ টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অভিযুক্ত মায়ারুন বিবিকে গ্রেফতার করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি বছরেই রাজ্যে চালু হচ্ছে উচ্চশিক্ষায় জাতীয় শিক্ষা নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্যের ২৫টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে গত ১৬ জন, ২০২৩ থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যা চলবে ১৪ জলাই, ২০২৩ পর্যন্ত। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা দপ্তরের সচিব শরদিন্দ চৌধুরী এ সংবাদ জানান। তিনি জানান, এবছর ডিগ্রি কলেজগুলিতে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে ছাত্রছাত্রী ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে কলেজগুলিতে বৃত্তিমূলক, মূল্যবোধমূলক সহ ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স থাকবে।

কোনো ছাত্র কোর্স শেষ হওয়ার আগে অন্যত্র চলে গেলে তাকে সার্টিফিকেটও প্রদান করা হবে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে নম্বর প্রদান করা হবে, যা পাশের ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষা সচিব জানান, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই রাজ্যের ২৫টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে। তিনি জানান, নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসারে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে কলেজগুলিতে ভর্তি করানো হবে। বর্তমানে ২৫টি ডিগ্রি কলেজে মোট আসন রয়েছে ২৮ হাজার ৩৪২টি। এবছর ভর্তির জন্য আবেদনপত্র জমা হয়েছে ৪৯ হজার ৬৬২টি। ছাত্রছাত্রীদের মেরিটের ভিত্তিতেই বিভিন্ন কলেজগুলিতে ভর্তি করানো হবে। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কারণে ভর্তির জন্য ফর্ম পূরণ করতে পারেনি তাদের স্পট রাউণ্ডের মাধ্যমে ভর্তি করানো হবে।

শিক্ষা সচিব জানান, রাজ্য সরকার সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের সৌন্দর্যায়ন ও মেরামতের জন্য ইতিমধ্যেই ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এছাড়াও উদয়পুরের নেতাজী সুভাষ মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনার মাধ্যমে ৪০ কোটি টাকার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

জাগরণ সম্পাদককে সম্মাননা জানাবেন হিরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। হিরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও হিরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ইয়ং জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদানের জন্য পাঁচ সদস্যের কমিটির এক বৈঠক আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক পরিতোষ বিশ্বাসকে হিরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল লাইফ টাইম এচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড ও চিনি খোরাং নিউজ চ্যানেলের সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মাকে হিরণ্ময় চক্রবর্তী মেমোরিয়াল ইয়ং জার্নালিস্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক রমাকান্ত দে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আজকের ওই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর অরুণোদয় সাহা। তাছাড়া উপস্থিত কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাল থেকে আগরতলা-শিলচর লাইনে চলবে ভিস্তাডোম সামার স্পেশাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে আগরতলা ও শিলচরের মধ্যে একটি ভিস্তাডোম কোচ সহ সামার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ট্রেনটি চলতি ২০২৩ সালের ২৯ জুন থেকে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতি ও শনিবার উভয় দিক থেকে পঁচিশটি ট্রিপের জন্য চলাচল করবে।

এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে। তিনি জানান, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ০৫৬৯৫ নম্বর আগরতলা-শিলচর স্পেশাল ট্রেনটি আগরতলা থেকে ০৬.০০ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে শিলচরে পৌঁছবে ১১.৩০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ০৫৬৯৬ নম্বর শিলচর-আগরতলা স্পেশাল ট্রেনটি শিলচর থেকে ১৬.৩৫ ঘণ্টায় রওয়ানা দিয়ে আগরতলা পৌঁছবে ২২.০৫ ঘণ্টায়।

এই স্পেশাল ট্রেন উভয় পথে যাত্রা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবসে জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছে ৫ জন আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। 'ত্রিপুরা কম্পেনসেশন স্কিম ফর উইমেন ভিক্টিম-২০১৮' আইনের মাধ্যমে ধর্ষণ, গার্হ্যস্থ হিংসা সহ বিভিন্ন অপরাধের শিকার ২৬ জনকে এখন পর্যন্ত ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কারাদপ্তরের সচিব তাপস রায় এই সংবাদ জানান।

তিনি জানান কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার সহ রাজ্যে বর্তমানে ১৪টি সংশোধনাগার রয়েছে। এরমধ্যে একটি মহিলা সংশোধনাগার রয়েছে। সংশোধনাগারগুলিতে মোট ২, ৩৬৫ জন কারাবাসী রাখার সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারগুলিতে ১,৩৩৫ জন সাজাপ্রাপ্ত কারাবাসী রয়েছেন। সংশোধনাগারগুলিতে সাজাপ্রাপ্ত কারাবাসীদের চিকিৎসা প্রদানের সুযোগ সহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি জেলাগুলিতে মাঝেমধ্যে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজনও করা হয়ে থাকে।

সাংবাদিক সম্মেলনে কারা দপ্তরের সচিব জানান, রাজ্যের বিভিন্ন সংশোধনাগারগুলির জন্য ২৪৯ জন মহিলা ওয়ার্ডার নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে শারীরিক পরীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। এরপর লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। মহিলা ওয়ার্ডার পদে যাতে বেশি সংখ্যক চাকরি প্রত্যাশী অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য নিয়োগনীতির সংশোধন করে চাকরির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত এই কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোপাল থেকে সারা দেশের ভারতীয় জনতা পার্টির বুথ স্তরের কার্যকর্তাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখেছেন। তারই অঙ্গ হিসেবে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা এডিনগর কমিউনিটি হলে ৮- টাউন বড়দোয়ালী মন্ডলের কার্যকর্তাদের সাথে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মূল্যবান বক্তব্য শুনেছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কার্যকর্তারাই ভারতীয় জনতা পার্টির সবচেয়ে বড় শক্তি। সেবার মনোভাব নিয়ে কার্যকর্তাদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই আজ দেশজুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়জয়কার হয়েছে। তাঁদের এই অবদানকে সম্মান জানিয়ে, বুথ সশক্তিকরনের লক্ষ্যে আজ মধ্যপ্রদেশে বিভিন্ন রাজ্য থেকে অংশগ্রহণকারী কার্যকর্তাদের নিয়ে আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন শিবনগর মডার্ন ক্লাবের হলে বনমালিপুর মণ্ডল কমিটির বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদির বার্তা শুনেছেন প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-র জয় নিশ্চিত করতে একদিনে দেশের ১০ লক্ষ বুথের সঙ্গে এক যোগে ত্রিপুরার ৩৩২৮ টি বুথেও আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। প্রতিটি বুথকে শক্তিশালী করতে প্রধানমন্ত্রী যে বার্তা দিয়েছেন সেই লক্ষ্যেই কাজ করবে বিজেপি। তাছাড়া এদিন আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত কার্যক্রম উপলক্ষে বাধারঘাট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআরের বাস ও বোলেরো গাড়ির সংঘর্ষে আহত তিন যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। টিএসআরের গাড়ি ও বোলেরো পিকআপ গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন তিন যাত্রী। অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বড়মুড়া ইকো পার্ক সংলগ্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীকে খবর পাঠিয়েছেন। খবর পেয়ে ছুটে এসে দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কে বড়মুড়া ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকায় টিআর০৩১০৮৪ নম্বরের টিএসআরের ৭নং ব্যাটিলিয়ানের একটি বাসের সাথে তেলিয়ামুড়ার দিক থেকে আসা টিআর০২জি১৯০২ নম্বরের বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।তাতে অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন বোলেরো গাড়ির তিন জন যাত্রী। স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে তেলিয়ামুড়ার দমকল বাহিনীকে খবর পাঠিয়েছিলেন।ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আহতরা হলেন- সুরেশ রুদ্রপাল, স্বপন রায় ও মনির উদ্দিন। বর্তমানে তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানান তিনি।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে কদমতলায় অবরোধে সামিল ছাত্রছাত্রী সহ গ্রামবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ধর্মনগর-কদমতলা মূল সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সহ এলাকাবাসী।ধর্মনগর-কদমতলা সড়কের সোনারেরবাসা থেকে ইয়াকুবনগর নাথ পাড়া হয়ে ভাগ্যপুর আড়াই কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে আজ সকালে সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা।

অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন।প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন সানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, ধর্মনগর-কদমতলা সড়কের সোনারেরবাসা থেকে ইয়াকুবনগর নাথ পাড়া হয়ে ভাগ্যপুর আড়াই কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। যার ফলে গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে।রাস্তায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বরাকে বন্‌ধে আটকে আছে ত্রিপুরার বহু গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। অসমে বিধানসভা আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাসকে কেন্দ্র করে মতভেদের জেরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ২৪ ঘন্টার বন্ধ চলেছে বরাক উপত্যকায়।

বন্‌ধের ফলে ত্রিপুরা আগামী যানবাহন গুলি রাস্তায় আটকে পড়েছে। বরাক উপত্যকা ২৪ ঘন্টা ডেকেছিল বিভিন্ন সংগঠন। তাতে সমর্থন জানিয়েছিল কংগ্রেস, সিপিআইএম, ইউডিএফ সহ অন্যান্য বিরোধি রাজনৈতিক দল গুলি। বরাকে বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সিমানা বিন্যাসে ২ টি বিধানসভা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিধানসভা সিমানা বিন্যাস নিয়ে অসম সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকসভা নির্বাচনে লালবাড়ি ছেড়ে রাজবাড়ীতে যাচ্ছেন আশীষ ও সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ২৪ শে লোকসভা নির্বাচনে আশিষ সুদীপ নতুন ঘর বাধাতে চলেছে লাল বাড়ি ছেড়ে রাজবাড়ীতে। এমনই ইঙ্গিত মিলেছে কংগ্রেস সূত্রে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক ঘনিষ্ঠ মহল জানাচ্ছে সুদীপের সঙ্গে মাথার সুপ্রিমো প্রদ্যুৎ এর প্রাথমিক এক প্রস্থ বৈঠক হয়ে গেছে। তবে বৈঠক কোথায় হয়েছে তা অবশ্য প্রকাশ্যে আসে নি। কোন এক অন্দরমহলে এই বৈঠক হয়ে গেছে দুই নেতার মধ্যে। তবে বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় যে ২৪ এর লোকসভা নির্বাচন তা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গেছে সূত্রের খবরে।

এবারের নির্বাচনে বামগ্রেস না হয় মথাগ্রেস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সুদীপ প্রদ্যুতের প্রথম বৈঠক থেকে এই বিষয়টি উঠে এসেছে রাজনৈতিক মহলে। রাজনৈতিক তথ্য বিজ্ঞ মহল বলছে যেহেতু বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে আসন সমঝোতা পরেও ভোটের রায় কংগ্রেসের অনুকূলে না হওয়ায এবার মথার সঙ্গে নতুন ঘর বাধার কাজটা শুরু করে দিয়েছে সুদীপ। এক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি কোন ধরনের আপত্তি থাকার কারণ নেই। কারণ সুদীপেরই কলকাটিতে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন তারই আনুগত্য শিষ্য আশীষ কুমার সাহা।

এই আশীষকে নিয়েই সুদী প বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে এসেছেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে। সবাই যখন কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিমুখী হয়েছিল তখন একমাত্র তিরঙ্গা পতাকা ধরে রেখেছিলেন দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে চিহ্নিত বিরজিৎ সিনহা। আজ তিনি অসুস্থ হওয়ায় এ আইসিসি রাজ্যে দলের বৈঠা তুলে দিলেন আশীষের হাতে। এই কথাও উঠে আসছে এক সময় প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তাই তাকে কাছে টানলে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে ততটা অসন্তোষের চাপ পড়বে না বলে রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য।

বিধানসভার আগে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেসের আসন সমঝোতা হয় কংগ্রেস তিনটি আসন পেয়েছে। তা না হলে হয়তো একটি আসনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো কংগ্রেস। ভোটের ফল সমীক্ষার পর দেখা গেছে কংগ্রেসের ভোটাররা বামেদের ভোট দেয নি। অথচ বামেরা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। তাই এবার কংগ্রেসের ভোটারদের ধরে রাখতে মথার সঙ্গে ঘর বাধার কৌশল নিয়েছে আশিষ ও সুদীপের কংগ্রেস। সূত্রের খবর পূর্ব ত্রিপুরা আসনটি মথা কে ছেড়ে দেবে কংগ্রেস। কারণ এই লোকসভা আসনটির বেশির ভাগই হচ্ছে জনজাতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাওয়াইবাড়িতে লরি থেকে বিস্তর পরিমান নেশা সামগ্রী উদ্ধার, চালক সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার সকালে তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি এলাকায় নাকা পয়েন্টে এক কন্টেইনার থেকে ৫৫১ কেজি শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। সাথে বহি:রাজ্যের গাড়ির চালক ও সহ চালককে আটক করা হয়েছে।বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক পুলিশ।

ওই পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে উপি২১সিএন১২৪১ নম্বরের গাড়িতে বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া হাওয়াইবাড়ি এলাকায় নাকা পয়েন্টে উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ।গাড়িটি নাকা পয়েন্টে আসতেই পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে কন্টেইনার ভর্তি ৫৫১ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

গাড়িটি উদয়পুর থেকে বহিঃ রাজ্যে গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্য যাচ্ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। সাথে বহি:রাজ্যের গাড়ির চালক ও সহ চালককে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ। তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। বাজেয়াপ্ত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক পঞ্চাশ লক্ষাধিক টাকা হবে।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ২৫৩ ◻ ২৮ জুন ২০২৩ইং◻ ১২ আষাঢ় ◻ বুধবার ◻১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভারত জবাব দিতে জানে

মোদি জমানায় বিশ্ব রাজনীতিতে সম্মান ও গুরুত্ব বাড়িয়াছে ভারতের। এমনটাই দাবি করিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় নিরাপত্তা কনক্লেভে ভাষণ দিতে গিয়াই এমনটা দাবি করেন তিনি। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এখন ভারত প্রয়োজন পড়িলে সীমান্ত পেরিয়ে জবাব দিতে পারে। সার্জিকাল স্ট্রাইকের সিদ্ধান্ত নিতে মোদিজি মাত্র ১০ মিনিট সময় নিয়াছিলেন। রাজনাথ বলেন, সেই সময় বেশদূরে নাই যখন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মানুষই ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবি তুলিবেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দাবি, 'এখন ভারত কোনও কথা বলিলে বিশ্বের অন্যান্য দেশ মনোযোগ সহকারে শোনে। আগে এমনটা ছিল না।' নরেন্দ্র মোদির আমলে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের গুরুত্ব যে বাযড়িয়াছে, তাহা বোঝাইবার চেষ্টা করেন তিনি। সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রশ্নে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে যোগ্য জবাব দিয়াছে ভারত। এইবার তাঁহার মন্তব্যের পালটা দিলেন রাজনাথ সিং। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সাফ বক্তব্য, ভারতই বিশ্বের একমাত্র দেশ যাহারা মনে করে সব মানুষ আসলে একই পরিবারের সদস্য। প্রসঙ্গত, রবিবারই ওবামাকে তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ'প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জম্মু যান রাজনাথ। সেখানেই বক্তব্য রাখিবার সময়ে ওবামার মন্তব্যের প্রসঙ্গে তুলিয়া ধরেন। বক্তৃতা দিতে গিয়া তিনি বলেন, "ওবামাজির মনে রাখা উচিত, বিশ্বে সমস্ত মানুষকে ভারত একই পরিবারের সদস্য বলে মনে করে। বরং নিজের কার্যকালে কতগুলো মুসলিম দেশের উপর হামলা চালাইয়াছেন, সেটা নিয়া ভাবা উচিত ওবামার।ওবামার আমলে আফগানিস্তানে মার্কিন ড্রোন স্ট্রাইকে নিরীহদের মৃত্যু একাধিক অভিযোগ রহিয়াছে। সিরিয়া, লিবিয়াতে ও মার্কিন ফৌজের বিরুদ্ধে উঠিয়াছে মানবাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ।'ওবামার মন্তব্য নিয়ে তোপ দাগিয়াছিলেন নির্মলা সীতারমণও। তিনি বলেন, "ওবামার মন্তব্যে আমি স্তম্ভিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যখন আমেরিকায় ভারতের হইয়া কথা বলছিলেন, সেই সময় ভারতে মুসলিমদের নিয়া মুখ খুলিয়াছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমেরিকার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখিতে চাই। কিন্তু সেখানেও এমন একজনের থেকে আমাদের কথা শুনিতে হইবে, যাঁহার আমলে ছ'টি মুসলিম প্রধান দেশে ২৬ হাজারেরও বেশি বোমা ফেলা হইয়াছিল। তাঁহার অভিযোগ তাহা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য ?প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফরের সময়েই ওবামা বলিয়াছিলেন, "এখন যদি মোদির সঙ্গে কথা হয়, তাহা হইলে ভারতের সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করিবই। সরকার যদি তাঁহাদের অধিকার রক্ষা না করে তাহা হইলে যেকোনোও সময়ে ভারতে ভাঙন ধরিতে পারে। দেশের মধ্যে এইরকম বিভেদ হইলে তাহার ফল কী হইতে পারে তাহা সকলেই আন্দাজ করিতে পারেন।

বেগুসরাইয়ে ট্রাক-গাড়ির সংঘর্ষে নিহত ১, আহত তিনজন

বেগুসরাই, ২৭ জুন (হি. স.) : বিহারের ন্যাশনাল হাইওয়ে -২৮এর বারাউনি-মুজাফফরপুর সেকশনে একটি ট্রাক এবং একটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ গাড়ি দুটি বাজেয়াপ্ত করেছে।

বরাউনি থানা এলাকায় জেরোমাইল রেলওয়ে ওভারব্রিজের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত ব্যক্তির নাম রণধীর কুমার। তিনি বাচওয়াদা থানার অন্তর্গত চিরঞ্জীবীপুরের বাসিন্দা। আহতদের মধ্যে রয়েছেন রণধীরের বোন মমতা সিনহা, বেগুসরাই পোখরিয়ার বাসিন্দা এবং ভাইপো অক্ষিত রাজ ও দীক্ষিত রাজ।

পুলিশ জানিয়েছে, রনধীর কুমার তার বোন এবং ভাগ্নের সাথে, তেঘরা থানার অন্তর্গত বদলপুরা থেকে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পরে একটি অল্টো গাড়িতে করে বেগুসরাই ফিরছিলেন। ওভারব্রিজের কাছে এগিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাক চালক রাস্তার মাঝখানে আচমকা বাঁকে থামে। সেইসময় পেছন থেকে আসা গাড়িটি ধাক্কা মারে। ঘটনার পর ট্রাক চালক পালিয়ে যায়।

সহ সরকার্য্যবাহ ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল লখনউতে পৌঁছলেন

লখনউ, ২৭ জুন (হি.স.) : রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সহ সরকার্য্যবাহ ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউতে পৌঁছেছেন। নিরালানগরের সরস্বতী কুঞ্জে চলমান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সভায় যোগ দেবেন তিনি। ডাঃ কৃষ্ণ গোপাল সভাস্থল নিরালানগরে পৌঁছে গেছেন।

২৫ জুন থেকে সরস্বতী কুঞ্জে সংঘের সভা চলছে। এই বৈঠকে পূর্ব উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের চারটি প্রদেশ থেকে সংঘের নতুন জেলা প্রচারক উপস্থিত আছেন। আজ, সভার তৃতীয় দিনে, পূর্ব উত্তর প্রদেশ অঞ্চলের সমস্ত বিভাগ প্রচারকরা আসবেন।

সরকার্য্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলেও আসবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্য্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলেও প্রচারকদের এই বৈঠকে যোগ দিতে লখনউতে আসবেন। লখনউতে তিন দিন থাকবেন সরকার্য্যবাহ। সরকার্য্যবাহের বৈঠকে ২৮ জুন সকাল থেকে নির্ধারিত আছে। সরকার্য্যবাহ বিভাগ প্রচারকদের ছাড়াও প্রান্ত ক্ষেত্র নির্বাহীদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পূর্ব উত্তরপ্রদেশ অঞ্চলের সহ- ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ মনোজকান্ত বলেছেন যে এটি সংঘের একটি নিয়মিত বৈঠক। লখনউ সরকার্য্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলের কেন্দ্র। তিনি যদি লখনউতে আসেন, তাহলে তিনিও বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।

ফের তিনতালাক ও সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী

ভোপাল, ২৭ জুন (হি.স.): ফের তিনতালাক ও সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার মধ্য প্রদেশে পাঁচটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু করতে এসে বিজেপির দলীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একথা বলেন। ভোটমুখী মধ্য প্রদেশে এদিন সকালে রেলের এক কর্মসূচীতে অংশ নেন নরেন্দ্র মোদী। এরপর, ভোপালে বিজেপির বুথ কমিটির প্রধানদের এক জনসভায় অংশ নেন তিনি সেখানেই তিনতালাক ও সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করে তিনি বলেন, বিজেপি তুষ্টিকরণের রাস্তায় চলে না, চলে সন্তুষ্টিকরণের রাস্তায়। এই রাস্তা পরিশ্রমের। ঘাম ঝরাতে হয়।

এদিন তিনি বলেন, তিন তালাকের পক্ষে যারা, তারা মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে অন্যায় করছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব শুধু মহিলাদের নয়, পুরুষদের উপরও পড়ে। কোনও মহিলাকে তিন তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলে তার বাবা-ভাইদের মনে কী প্রভাব পড়ে, তা ভেবে দেখুন। এটা যদি ইসলামের অপরিহার্য অংশ হয়, তাহলে মিশর, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কাতারের মতো মুসলিম প্রধান দেশে কেন তিন তালাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে?সেই সঙ্গে সকলের জন্য এক আইনের পক্ষে সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এদিন এক পরিবারের একেক সদস্যের জন্য যদি পৃথক পৃথক আইন থাকে, তাহলে সেই সংসার চালানো যায়? একইভাবে দেশের একেক সম্প্রদায়ের জন্য যদি একেক আইন থাকে, তাহলে দেশ এগোতে পারে না। সংবিধানেও সকলের জন্য সমান আইনের কথা বলা আছে। সুপ্রিম কোর্টও ইউনিফর্ম সিভিল কোড আনার জন্য বারবার চাপ দেয়।

মহামারি শিক্ষা দিয়ে গেল

বিশেষ প্রতিবেদন।। সওয়াশো বছর আগে এপ্রিল-মে মাসের কলকাতা এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সাক্ষী ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন নিরাপদ কোনও আশ্রয়ের সন্ধানে। অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরবাসিনীদের পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল পায়ে হেঁটে বহু রাস্তা পাড়ি দিতে! এর কারণ বিধৃত আছে চতুরঙ্গ উপন্যাসে: "যে বছর কলিকাতা শহরে প্রথম প্লেগ দেখা দিল তখন প্লেগের চেয়ে তার রাজতকমা-পরা চাপরাসির ভয়ে লোকে ব্যস্ত হইয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন: "পাড়ায় প্লেগ দেখা দিল। পাছে হাসপাতালে ধরিয়া লইয়া যায় এজন্য লোকে ডাক্তার ডাকিতে চাহিল না। জগমোহন স্বয়ং প্লেগ-হাসপাতাল দেখিয়া আসিয়া বলিলেন, ব্যামো হইয়াছে বলিয়া তো মানুষ অপরাধ করে নাই। তিনি চেষ্টা করিয়া নিজের বাড়িতে প্রাইভেট হাসপাতাল বসাইলেন।"

সেই সময়ের রূঢ়, বাস্তব ছবি ধরা পড়েছে এখানে মানুষের ভীতি, কিছু সজ্জন মানুষের এগিয়ে এসে অসহায়ের দিকে সাহায্যের হাত বাড়ানো, সেবা কাজের নিদর্শন প্লেগ-আক্রান্ত কলকাতার চিত্রটা এ রকমই ছিল। এ নিয়ে ইতিহাসবিদরা একটু-আধটু চর্চা করেছেন ঠিকই, কিন্তু পরিচিত আখ্যানকে অন্য ভাবে পুনঃপাঠের দরকার আছে কি না, সেই অনুসন্ধান করা যেতে পারে। প্লেগের আবির্ভাব প্রথম নজরে এল বোম্বাই শহরে, ১৮৯৬-তে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কলেরা, ম্যালেরিয়া বা স্মলপক্সের বিস্তারের সময়ে সীমিত হস্তক্ষেপের নীতি অনুসরণ করতেন। সেটাই ছিল তাঁদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভেনিসে ইন্টারন্যাশনাল স্যানিটারি কনফারেন্স- এ সমবেত ইউরোপের দেশগুলি ঘোষণা করেছিল যে, প্লেগ না আটকালে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করা হবে। আর্থিক ক্ষতির ভয়ে ভারত সরকার অতি ততরতার সঙ্গে ব্যবস্থা করার জন্য আকুল হয়ে পড়ল! ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে ভাইসরয় লর্ড এলগিন চালু করলেন মহামারি আইন। যত্রতত্র মানুষের (এমনকি মহিলাদের) শারীরিক তল্লাশ, সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়া, ঘরের ভিতরে সেনার অনুপ্রবেশ, জবরদস্তিমূলক স্বতন্ত্রীকরণ চালু হল। অজানা আতঙ্কে মানুষ বিপর্যস্ত হলে বহু গুজব ও কাহিনির জন্ম হয়, তা কারও অজানা নয়। গুজব রটল যে, সরকার বাহাদুর জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে আর টিকা দিয়েমানুষ মারার ষড়যন্ত্র করছে। বোম্বাইয়ে প্রায় এক হাজার মিল শ্রমিক আক্রমণ করল আর্থার রোড হাসপাতাল, যখন জানা গেল এক মহিলা-শ্রমিককে প্লেগে আক্রান্ত সন্দেহে আটকে রাখা হয়েছে। ভারতের নানা প্রান্তে বার্তা ছড়িয়ে গেল, ব্রিটিশ রাজের পতন ঘটতে চলেছে। প্রজাবিরোধী সরকার খাবারে, পানীয় জলে, হাসপাতালের ওষুধে বিষ মেশাচ্ছে মানুষ মারার জন্যে। কলকাতায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস জন্মাল, ব্রিটিশ সরকার হজে যাওয়াআটকানোর জন্যেই টিকা দেওয়ার আর হাসপাতালে আটকে রাখার ফন্দি বার করেছে।কারণ তাদের আশঙ্কা, হজযাত্রীরা ফেরার সময় তাঁদের সঙ্গে তুর্কি বাহিনী এসে ইংরেজ রাজত্বের অবসান ঘটাবে। ১৮৯৮-এর এপ্রিল নাগাদ কলকাতায় প্লেগে মানুষ আক্রান্ত এ খবর সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হচ্ছে। বোম্বাইয়ের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কলকাতায় ইংরেজ সরকার সাবধানি পদক্ষেপ করছিল। কিন্তু আতঙ্কিত, দিশেহারা মানুষজনকে বোঝাবে কে? মে, ১৮৯৮ থেকে দেখতে পাচ্ছি কিছু দরদি মানুষ নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে দরিদ্র, ভীতসন্ত্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছেন, শেখাচ্ছেন কী করা উচিত বা উচিত না, স্বাস্থ্যবিধি কী ভাবে পালন করতে হবে। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ১৮৯৮-এর ৩ মে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় ফিরেই মুখোমুখি হলেন ক্ষিপ্ত জনতার, যারা তাঁর বাক্স ও গাঁটরিতে টিকা দেওয়ার সরঞ্জাম আছে ভেবে আক্রমণ করতে উদ্যত। কোনও মতে বুঝিয়ে তাদের সে যাত্রা থামানো গেল। ইতিমধ্যে বিলেত থেকে কলকাতায় এসেছেন মিস মার্গারেট নোবেল; মার্চ মাসে দীক্ষা গ্রহণান্তে যিনি হলেন নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীর সঙ্গে তিনিও ঝাঁপিয়ে পড়লেন প্লেগ থেকে মানুষকে রক্ষার কাজে।

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ডেভিড আর্নল্ড কলোনাইজিং দ্য বডি গ্রন্থে দু'-একটি পঙ্কি খরচ করে জানিয়েছেন, "দ্য ফলোয়ারস অব রামকৃষ্ণ"-রা কী করেছিলেন! কিন্তু অনেক কথা অকথিত থেকে গিয়েছে! সক্ষম, ধনী ব্যক্তিরা সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে স্বগৃহে বন্দোবস্ত করে রোগীদের রাখতে পারতেন। অবহেলিত, দরিদ্র মানুষদের বোঝানোর দায়িত্ব নিলেন এই সন্ন্যাসীরা।

স্বামীজির নির্দেশে নিবেদিতা প্রচারপত্রের খসড়া তৈরি করলেন। এর মধ্যে বিস্তারিত ভাবে লেখা হল, এই অসুখের সময় সুস্থ থাকার জন্য কী কী করা প্রয়োজন। স্বামী অখণ্ডানন্দ হিন্দি ও বাংলায় লেখা হ্যান্ডবিল বিলির উদ্যোগ করলেন। ক্ষিপ্ত ও সন্দেহপীড়িত মানুষের মধ্যে প্রচারের কাজে যাওয়ার সময় জীবনহানির ভয়কে জয় করে ১০০০০ হ্যান্ডবিল বিলি করা গেল। ১৮৯৯ সালে প্লেগের ভয়াবহ দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ল কলকাতার বুকে। স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন, সাহায্যসমিতি তৈরির কাজে, স্বামীজির পাশে নিবেদিতা এবং অকুতোভয় সন্ন্যাসীরা। দরিদ্র বস্তিবাসীকে স্বাস্থ্যবিধি শেখানো, সাফাই অভিযান পরিচালনা, রোগাক্রান্তদের সেবা তাঁদের দৈনন্দিন কাজ তখন। বাগবাজার, শ্যামবাজার, শিয়ালদহ অঞ্চলে এঁদের কাজ সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পত্রিকায় অর্থসাহায্যের আবেদন করে নিবেদিতার লেখা পড়ে সাহায্যকারী কেউ কেউ এগিয়ে এলেন। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ করের মতো প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে বিধৃত হয়ে আছে নিবেদিতার সেবাকার্যের কথা।

উন্নাসিক বিদেশি শাসকরা মহামারি বা অন্য অসুখের বিস্তারের জন্য দায়ী করে চলেছিলেন ভারতীয়দের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস, কুসংস্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে অনাগ্রহকে।পশ্চিমি সভ্যভব্য মানুষের তুলনায় প্রাচ্যের মানুষগুলোর অভ্যাস বড্ড বর্বর আর অনুন্নত এটা তাঁরা বরাবরই বলে এসেছেন! এদের শিখিয়ে-পড়িয়ে সভ্য করে তোলা ভগবানের অসাধ্য!প্লেগের ক্ষেত্রেও এই মানসিকতার অভাব হয়নি। জবরদস্তি করেই তাদের উপরে ব্যবস্থাগুলো চাপাতে হবে। কিন্তু ভারতের লোকজন যে এত গর্জে উঠবে, কে বুঝেছিল!পুণে শহরে প্লেগ কমিটির চেয়ারম্যান ডব্লিউ সি র্যান্ড এবং তাঁর সহকারি চার্লস এগারটন আয়ার্সকে জবরদস্তিমূলক কাজের জন্য হত্যা করার শাস্তিস্বরূপ চাপেকর ভাইদের ফাঁসি ও টিলকের গ্রেফতার ও কারাদণ্ড ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জনরোষের স্ফুরণ হিসাবে সঙ্গত ভাবেই বহু আলোচিত। টিলকের মরাঠা পত্রিকাতে লেখা হয়েছিল, জনগণ "মূর্খ" বলেই এটা ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, শীর্ষস্থানীয় ও বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণির মানুষরা আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিগুলোর গুরুত্ব বোঝেন না। নিবেদিতার কণ্ঠে ভিন্ন সুর। বিদেশি সরকার ওধনীসমাজের মানসিকতার তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলেন নিবেদিতা। স্বার্থপর মালিকরাবস্তিবাসীর কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে, আবার আবর্জনা পরিষ্কারের খরচও তাঁদের উপরেই চাপাতে চায়! কেউ কেউ ঘৃণা ভরে বলেন 'নেটিভ'দের কখনও পরিষ্কার করা যাবে না।কিন্তু নিবেদিতা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বললেন, এই কথা একদম যুক্তিহীন! জনগণ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে খুব আগ্রহী। ২২ এপ্রিলের সভায় অসুস্থ স্বামীজি তীক্ষ্ণ ভাবে বললেন, তত্ত্বকথা না আওড়ে বাঙালিদের কাজ করতে হবে। ইংরেজদের নিন্দা ও সমালোচনার জবাব দিতে হলে আলস্য ঝেড়ে ফেলে কলঙ্ক মোচন করতে হবে।প্লেগকে কেন্দ্র করে যা যা বলা এবং করা হল, তাকে শুধু রোগনিরাময়ের কাজ বললে হবে না। ভারতীয়দের সামাজিক দায়িত্ব পালন বিষয়ে সচেতন করা, সমাজের অবহেলিত এবং ঘৃণিত অংশকে সাহায্য দান ও স্বনির্ভরতার মন্ত্রে দীক্ষিত এবং শিক্ষিত করা, বিদেশি সরকারের দেওয়া অলস তকমাকে ভুল প্রমাণিত করা, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করার কাজ এক জাতীয় অনুপ্রেরণার সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছিল। নাগরিক জীবনের নতুন, সম্মিলিত এক আদর্শ রচনার এই প্রয়াসের ক্ষেত্র সীমিত হলেও ভবিষ্যতের বৃহত্তর স্বদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদী কাজের অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করার মুহূর্ত তৈরি হল। স্বনির্ভরতার মন্ত্র এখানে উচ্চারিত হয়েছিল। বর্ণবৈষম্যবাদী, উন্নাসিক বিদেশি সরকারের অবহেলার প্রতিবাদ ও দেশের বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়ানোর প্রয়োজনকে তুলে ধরা গঠনমূলক জাতীয়তাবাদী ভাবনার অবিস্মরণীয় মুহূর্ত বললে বোধ হয় ভুল হবে না।

তাপপ্রবাহ নতুন পথ দেখাচ্ছে

বিশেষ প্রতিবেদন।। দিনকয়েকের জন্য দহন কমেছে বটে, কিন্তু বিপদ কমেনি। এই তাপপ্রবাহ শুধু শরীরের আরামকে আঘাত করছে না। তার থেকেও বড় আঘাত হানছে পরিবেশের সঙ্গে জুড়ে থাকা বৃহত্তর জনজীবনের আয়, চিকিতাব্যবস্থার মতো বিষয়কে। পশ্চিমবঙ্গে তাপপ্রবাহজনিত কারণে স্কুলগুলিতে ছুটি দিতে "বাধ্য" হয়েছিল সরকার।

স্কুল বন্ধ হওয়ায় মিড-ডে মিলও বন্ধ ছিল। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ছুটির বাইরেও খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে পড়ুয়ারা, যাদের অধিকাংশই আর্থ-সামাজিক ভাবে প্রান্তিক স্তরের। সামগ্রিক ভাবে উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাপপ্রবাহ। বিশ্ব উষ্ণায়ন নতুন নয়। গ্রীষ্ম যে ক্রমশ প্রখর থেকে প্রখরতর হচ্ছে তাও গত কয়েক বছরে স্পষ্ট হয়েছে। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে গত ১২২ বছরের মধ্যে সর্বাধিক তাপমাত্রা ছিল। ওই বছর গ্রীষ্মেও ভারতে প্রবল তাপপ্রবাহ দেখা গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির গবেষক রমিত দেবনাথ, রনিতা বর্ধনের নেতৃত্বে এক দল গবেষক এ ব্যাপারে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তাতে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, ভারতের ৯০ শতাংশ এলাকা তাপসূচকে "বিপজ্জনক" জায়গায় আছে। ২০ শতাংশ এলাকা প্রবল বিপন্ন অবস্থায় আছে। ১৯৯২ থেকে তাপপ্রবাহজনিত কারণে ২৪ হাজার মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে ওই গবেষকেরা দেখিয়েছেন, যখনই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুর হার বেড়েছে তখনই সুস্থায়ী উন্নয়নের গতি হ্রাস পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন ওঠে, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু বদলের পরিপ্রেক্ষিতে সুস্থায়ী উন্নয়নের নানা নীতি-প্রকল্পের কথা বলা হলেও তাপপ্রবাহ এবং অন্য জলবায়ু সংক্রান্ত বিষয়গুলি কি নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেয়েছে? সামগ্রিক ভাবে তার প্রতিফলন কিন্তু সরকারি তথ্যে গবেষকেরা পাননি। অথচ আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, প্রতি বছরই গ্রীষ্মে দহনের পরিমাণ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান এবং পরিকল্পনা মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে গোটা দেশে তাপপ্রবাহের দিন এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিল। মৌসম ভবনের হিসাবে, ১৮৭৭ সাল থেকে এ-যাবতকালের হিসাবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি উষ্ণতম। সেই সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে এপ্রিল মাস। তাপপ্রবাহের দাপট উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ভারতে থেমে থাকেনি। ছোটনাগপুর মালভূমি পেরিয়ে এ বছর শুষ্ক গরম হাওয়া একেবারে পূর্ব ভারতে বঙ্গোপসাগরের তীরে এসে দাপিয়ে বেড়িয়েছে। খাস কলকাতায় গরমকালে আপেক্ষিক আর্দতা ২৫ শতাংশে নেমেছে। শীতকালের মতোই ঠেঁট ফেটেছে। শুধু তা-ই নয়, এ বার গোটা গাঙ্গেয়-বঙ্গ জুড়ে টানা গরম হাওয়া বা লু বয়েছে। যে ঘটনাও অতীতে দেখা যায়নি। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগের প্রাক্তন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (পূর্বাঞ্চল) গোকুলচন্দ্র দেবনাথ বলছেন, "এমন পরিস্থিতি অন্তত ২৫ বছরে আমি দেখিনি। এই ঘটনা জলবায়ু বদলের নজির।"

পরিবেশবিজ্ঞানীরা বার বারই বলেছেন যে, জলবায়ু বদল পুরোপুরি ঠেকানো সম্ভব নয়। পরিবর্তে বদলের গতি কমানো সম্ভব এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। সেই লক্ষ্যেই বার বার পৃথিবীর দেশগুলি জলবায়ু সম্মেলনে বসেছে, আলোচনা এবং নীতিগত দড়ি-টানাটানি করে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করেছে। তবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে কী কী বিষয় ভাবা প্রয়োজন, সেখানে ঘাটতি কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। অন্তত, এ দেশে তাপপ্রবাহের নিরিখে সুস্থায়ী উন্নয়নের গতিতে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কাই তার প্রমাণ। একই ভাবে দেশের জিডিপি-তেও তা প্রভাব ফেলতে পারে। যদিও কেন্দ্রের এক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সম্প্রতি দাবি করেছেন যে, ভারতের অর্থনীতি যে কোনও ধরনের আবহাওয়াজনিত ধাক্কা সইতে প্রস্তুত। লক্ষণীয়, তাপপ্রবাহের এই দাপট পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকার তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাপিয়েছে। গত ৫৮ বছরে এত তাপমাত্রা বাংলাদেশের রাজধানী পায়নি। দক্ষিণ পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকাও তাপে পুড়ে কার্যত ছারখার হওয়ার জোগাড়। এই প্রাকৃতিক উপদ্রব কিন্তু ভারতের সামনে আরও একটি পথ খুলে দিয়েছে। তা হল, নিজের ভৌগোলিক সীমার বাইরে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সমন্বয় করে জলবায়ু-কূটনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া। বস্তুত, এই ধরনের আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের কথা আইপিসিসি বার বারই বলেছে। তবে সেই পরামর্শ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে সে ভাবে দেখা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমলে দেশের অর্থনীতি আবহজনিত ধাক্কা সইতে পারবে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর হয়তো ভবিষ্যতদেবে। কিন্তু জলবায়ু বদলের বিপদ ঠেকাতে নীতি-নির্ধারণে তাপসূচকের মতো প্রাকৃতিক ঘটনাকে কি এ বার গুরুত্ব দেবে ভারত? কিংবা প্রতিবেশীর সঙ্গে সীমান্ত দ্বন্দ্ব ভুলে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করবে?

ভালবাসার রং

মনচলি চক্রবর্তী

মোহন ছোট্ট একটি গ্রামে থাকে। গ্রামটা ছোটো তাতে কি হয়েছে, প্রকৃতি উজাড় করে সাজিয়ে দিয়েছে তাকে। লাল কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমূলে বসন্তের রং মেখেছে। কোকিল ডাকে গাছের ডালে সুরে সুরে, ফুলে ভ্রমরেরা গুনগুন করে।

বসন্তে নতুন রং মেখে সুন্দরী হয়ে উঠেছে মোহনের ছোট্ট গ্রাম রামপুর। গ্রামের শেষেপ্রান্তে মা, বাবা,আর মোহন বাস করে। মোহনের বাবা চাষবাস করে। মোহন ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনোতে ভালো ছিলো কিন্তু কলেজে পাশের পরে আর পড়া হয়ে উঠে নি।

মোহন কিছু দিন হলো চাকুরি পেয়েছ। রামপুরের প্রাথমিক স্কুলে পড়াতে শুরু করেছে।

আসা যাওয়ার পথে তার চোখ শুধু খুঁজে বেড়ায় তার ভালবাসা রাধিকাকে, নীরবে চোখের জল ফেলে যায় ওর বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

রাধিকার সাথে একসময় মোহন ছোটবেলায় খেলাকরতো, একসাথে স্কুলে যেতো।বসন্তে দুজনে একসাথে কোকিলের ডাক ডাকতো, বকুল ফুল তুলতো।বসন্তের উৎসবে সবার সাথে রাধিকা আর মোহন ও মেতে উঠতো।

রাধিকার বাবা মোহনের সাথে বেশি কথা বলা, স্কুলে যাওয়া, দুজনের একসাথে থাকাটা বেশি পছন্দ কোরতনা। কারন মহোনের বাবা গরীব চাষি। ওদের টাকা নেই, জমি নেই,মোহনের পরিবার খুব সাধারণ।

একটা সময়ে কখন যে মোহন খৈলার সাথি রাধিকাকে মনে মনে ভালোবাসতে শুরু করেছিলো সে নিজেও সেকথা বুঝতে পারে নি।স্কুল শেষ করে কলেজে উঠছে দুজনেই।এরই মধ্যে একদিন মোহন শুনতে পেলো রাধিকার বাবা ওর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে।ছেলে অনেক বড় ব্যাবসা করে,অনেক টাকা পয়সা আছে,জমি আছে তাদের।

রাধিকার বাবা গরীব, সাধারণ লোকেদের খুব একটা পছন্দ কোরতনা , খুব টাকার গরম ছিলো ওর বাবার।

রাধিকা খুব সুন্দরী উনার একমাত্র মেয়ে। মোহনের সাথে রাধিকার মেলামশাটাও উনার পছন্দ নয়, উনার ও বয়স হচ্ছে বড়লোক ছেলে পেয়েছেন বিয়ের দিন ও ঠিক করে ফেলেছেন উনি খুব তাড়াহুড়ো করে।

রাধিকার বিয়ের কথা শুনেই মোহনের মনটা উদাস হয়ে গেলো। রাধিকাকে ভালোবেসে ফেলেছে এই কথাটাও আর বলা হয়ে উঠলো না মোহনের।

কারন মোহন খুব সাধারণ আর গরীব। বাবা চাষ করে, নিজে কষ্ট করে কলেজে পড়ছে।

কিভাবে মনের কথাটা বলবে? যদি টাকা থাকতো, চাকুরি করতো তবে হয়তো বা রাধিকাকে তার মনের কথাটা মুখ ফুটে সে বলতে পারত।চোখের জল ফেলা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা রইল না মোহনের।

রাধিকা কলেজে পড়তে চাইছিলো ওর বিয়ে করার ইচ্ছেই ছিলো না, কিন্তু ওর বাবা বিয়ে দেবেই ওর।পাত্র ওর চেয়ে বয়সে অনেকটাই বেশি।

রাধিকার বিয়ের দিন এসে পরেছে, মোহন অনেকবার বলার চেষ্টা করেও রাধিকাকে কিচ্ছু বলে উঠতে পারলোনা।

সুন্দর ভাবে রাধিকার বিয়ে হয়ে গেলো, আর মোহন ঘরেবসে শুধু চোখের জল ফেলছিলো।রাধিকা শ্বশুর বাড়ি চলে গেলো।

মোহন গ্রামের যেদিকেই তাকায় শুধু রাধিকাকেই দেখে। তার মন শুধু খুঁজে বেড়ায় রাধিকাকে।

বসন্ত এসেছে, আকাশে, বাতাসে, গাছে, ফুলে সবখানে মনে হয় যেনো নতুন রং লেগেছে। কোকিল ডাকছে সুরে সুরে। মোহন শুধু রাধিকার কথা ভাবে আর কষ্ট পায় মনে মনে। দোলের দিন রং খেলার সময় মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকে। অনেক দিন হয়ে গেলো রাধিকাকে দেখেনা সে মন ভরে।

কলেজ শেষ করে চাকুরি পেয়েছে এখন মোহন।গ্রামের সবাই বলাবলি করে রাধিকাকে বাড়িতে আসতে দেয় না ওর স্বামী।

দিন কেটে যাচ্ছে হটাৎ একদিন খবর এলো গ্রামে রাধিকার স্বামী মারা গেছে।

রাধিকার বাবা মা ওকে বাড়িত নিয়ে এসেছে।মোহন শুনতে পেলো গ্রামের সবাই বলাবলি করছিলো রাধিকার স্বামী নাকি অনেক ধরনের বাজে নেশার সাথে যুক্ত ছিলো , খুব বাজে লোক ছিলো।স্বভাব চরিত্র ও ভালো ছিলো না ওর স্বামীর।

এসব কিছু বাড়ির সবাই জানতে পারবে, তাই রাধিকাকে ওর স্বামী ওর বাড়িতে আসতে দিতো না। রাধিকার বাবা কোনো রকম খোঁজ খবরও ভালোভাবে নেয়নি তখন। দেখেছে শুধু অনেক টাকা আছে ছেলেটির।

নানা রোগে অসুস্থ হয়ে ওর স্বামী মারা গেছে। রাধিকাকে সামন্য শান্তি ও দেয়নি লোকটা, গ্রামের সবাই বলাবলি কোরছিলো।

মোহনের মা গিয়েছিলো রাধিকাদের বাড়িতে গ্রামের সবার সাথে। বাড়িতে মোহনের মা এসে বলছিলো- এমন সুন্দরী মেয়েটা কেমন হয়ে গেছ, শুকিয়ে গেছে, পাথর হয়ে গেছে।

ওর স্বামী ওকে অনেক দুঃখ দিয়েছে, অনেক কষ্ট দিয়েছে। রাধিকা কিছু কথাও বলছে না, খেতেও চাইছে না। চোখে জল এসে পরলো মোহনের এসব কথা শুনে। সারাদিন রাত্রি শুধু চোখের জল ফেলছে নাকি রাধিকা।

যাকে মোহন এতো ভালবাসে তার কপালে এতো কষ্ট,এতো দুঃখ মানতে পারছিলো না মন থেকে সে।

দুদিন পরে মোহন ভাবলো একবার নিজে গিয়ে রাধিকাকে বাড়িতে দেখে আসবে।গ্রামের , কজন মিলে রাধিকার বাড়িতে গেলো মোহন।রাধিকার বাবা ও অনেকটা বদলে গেছে, মনের কষ্টে নরমও হয়ে গেছে। খারাপ ব্যবহার করে নি ওদের সাথে।

গিয়ে দেখে রাধিকা নীরবে বসে আছে। মোহন শুধুই ভাবছে এটা কোন রাধিকা?।ওকে তো চিনতে পারছেনা মোহন।সাদা শারী পরা, চোখ মুখ শুকনো,চুল খোলা পাগলের মতো। এই রাধিকার মাঝে তো কোনো প্রানই নেই। এভাবে রাধিকাকে দেখতে না পেরে তাড়াতাড়ি মোহন ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে। হাটতে হাটতে মোহন শুধু ভাবছে কাকে দেখলো সে। তার রাধিকা তো কোথায় হারিয়ে গেছে।একটা গাছের নিচে বসে শুধু সে ভাবছে আর কাঁদছে।

দেখতে দেখতে একটা বছর হয়ে গেছে।

বসন্ত এসে গেছে তার নতুন রং নিয়ে। কোকিল ডাকছে সুরে সুরে। দোল পূর্ণিমা সামনেই আকাশে বসন্তের উজ্জ্বল চাঁদ উঠেছে। মোহন জানালার দিকে তাকিয়ে রাধিকার কথাই ভাবছে । বসন্ত এসেছে,প্রকৃতিও নতুন ভাবে সেজে উঠেছে। শুধু সাজ নেই তার রাধিকারই।নেই প্রাণ খোলা হাসি তার মুখে। নেই কোনো আনন্দ ও আর উচ্ছাস।

দোল পূজোর দিন গ্রামের সবাই মন্দিরে গেছে, মোহনও গেছে।আসার সময় দেখে রাধিকা ওর মায়ের সাথে পূজো করতে যাচ্ছে। সব রং হারিয়ে সব সাজ হারিয়ে কেমন যেনো হয়ে গেছে রাধিকা। বিবর্ণ প্রজাপতির মতো। আগের প্রানবন্ত রাধিকার সাথে এই রাধিকার কোনো মিল নেই।

দোলের পরের দিন রং খেলা,গ্রামে সবাই আনন্দে সকাল থেকেই রং খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। মোহনকে সবাই টানাটানি করছে খুব রং খেলতে। কিন্তু এসব কিছুই মোহনের ভালো লাগছে না। একটা গাছের ছায়ায় বসে চুপচাপ শুধু ভাবছে।হটাৎ করে কি তার মাথায় এলো হাটতে হাটতে গ্রামের মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরেরর পায়ের রক্তিম সিঁদুরের থালা নিয়ে হাটতে হাটতে রাধিকার বাড়িতে এসে গেলো। বাড়িতে ডুকে দেখে রাধিকা ফুল তুলছে। মোহন কিছু না বলেই রাধিকার মাথায় সিঁদুর দিয়ে দিলো। রাধিকা অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলো মোহনের দিকে। রাধিকার কপাল, আর শাড়িটাও লাল রঙ্গের সিঁদুরে রঙিন হয়ে গেলো।

মোহন রাধিকার হাতটা ধরে শুধু বলে উঠলো-

রাধিকা দেখো বসন্ত এসেছে তার সব রং নিয়ে , আমি আমার ভালবাসার লাল রং দিয়ে আজ তোমায় রাঙ্গিয়ে দিলাম।

ঘর থেকে রাধিকার বাবা ছুটে বেড়িয়ে এলেন। এসব দেখে উনি রাগে হাতের লাঠিটা দিয়ে মোহন কে মাথায় আঘাত করতে গেলেন। এমন সময়ই রাধিকার মা এসে উনার হাতটা ধরে ফে, ললেন। রাধিকার মা বললেন- একবার আমার মেয়ের জীবনের লাল রং টা হারিয়ে গেছে সাদা শাড়ি পড়েছে ,অনেক কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা আর নয়। এবার আমার মেয়ে নতুন জীবন শুরু করবে।

আশে পাশের সব লেকেরা এসে সবটা দেখলো।সবাই মিলে বুঝিয়ে রাধিকারর বাবা কে বিয়ের জন্য রাজি করালেন। রাধিকা আর মোহন কে নিয়ে গ্রামের সবাই মিলে মন্দিরে গেলো। রাধিকার আর মোহনের বাড়ির সবার সামনে রাধিকার আর মহোনের বিয়েটা হয়ে গেলো।

রাধিকার জীবনে আজ বসন্ত সব রং দিয়ে রঙিন করে সাজিয়ে দিলো।ভালোবাসার রং মেখে লাল শাড়ি, আর লাল সিঁদুরে মোহনের রাধিকা আবার প্রানবন্ত হয়ে উঠলো।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

জুলাইয়ের শেষে পশ্চিমবঙ্গের ৬ সহ ১০টি আসনে রাজ্যসভার নির্বাচন, ঘোষণা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৭ জুন (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচন মিটলেই রাজ্যসভার ৬ আসনে ভোট। মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। জুলাই মাসের ২৪ তারিখে ভোটগ্রহণ। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, একইদিনে গোয়ার ১ ও গুজরাটের ৩ রাজ্যসভা আসনেও ভোট হবে। জুলাই মাসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার ৬ আসন ফাঁকা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ডেরেক ও ব্রায়েন, দোলা সেন, প্রদীপ ভট্টাচার্য্য, সুস্মিতা দেব, শান্তা ছেত্রী এবং সুখেন্দুশেখর রায়ের আসন।

এদিকে গোয়ার লুইজিনহো ফেলেইরো পদত্যাগ করায় তাঁর আসনটিও ফাঁকা রয়েছে। সেই আসনটিও এবার পূর্ণ হতে পারে। তবে এই আসনটিতে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীতা হবে না। ভোটের অঙ্ক বলছে, ৬টি আসনের মধ্যে ৫টি থাকবে তৃণমূলের। কংগ্রেসের দখলে থাকা প্রদীপ ভট্টাচার্য্যের আসনটি যাবে বিজেপির দখলে। তৃণমূল সূত্রে খবর, অধিকাংশ আসনেই পুরনোদেরই মনোনীত করা হবে।

তবে একটি আসনে হয়তো মুখ বদলাতে পারে বলেও অসমর্থিত সূত্রের খবর।

সেক্ষেত্রে নতুন মুখ কে হবে তা অবশ্য পঞ্চায়েত ভোটের পরই সিদ্ধান্ত নেবে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। এদিকে গোয়ার লুইজিনহোর বদলে কাকে রাজ্যসভায় পাঠায় তৃণমূল সেদিকেও নজর রাকা হবে। লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ভিনরাজ্যের কাউকে দল থেকে মনোনয়ন দেওয়া হয় কি না সেদিকেও নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। এদিকে বঙ্গ বিজেপি কাকে মনোনয়ন দেয় তা নিয়েও দ্বন্দ্ব থাকছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা, বঙ্গ বিজেপিকে চাঙ্গা করতে মিঠুন চক্রবর্তীকে মাঠে নামিয়েছে গেরুয়া শিবির। তাঁকেও রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে বিজেপি।

শ্রীনু নাইডু হত্যা মামলায় ১৩ জনই বেকসুর খালাস

খড়গপুর, ২৭ জুন (হি.স.) : প্রায় ছ'বছর পর বেকসুর খালাস হলেন খড়গপুরের 'ত্রাস' শ্রীনু নাইডু খুনের অভিযুক্তরা। ধৃত তেরো জনকেই বেকসুর খালাস করে দেন বিচারক। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁদের খালাস করল মেদিনীপুর আদালত। তবে খুনের ঘটনায় বিচারকের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ সরকারি পক্ষের আইনজীবী সমর কুমার নায়েক। সালটা ছিল ২০১৭। তারিখ ১১ জানুয়ারি। ভরদুপুরে খড়্গপুর পুরসভার নিউ সেটলমেন্ট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্ড কমিটির অফিসে বসেছিলেন শ্রীনু নাইডু। তখন আচমকা কয়েকজন এসে গুলি করে শ্রীনুকে। তারপর মারা যায় খড়্গপুরের এই রেল মাফিয়া। এই হামলায় জখম হন তিনজন। এই হত্যাকাণ্ডের পর খড়্গপুরের আর এক রেল মাফিয়া বাসব রামবাবুকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। আর তদন্তে নেমে এই খুনের ঘটনায় মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই মামলায় আজ, মঙ্গলবার মেদিনীপুরের চতুর্থ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক মন্দাক্রান্তা সাহার এজলাসে রামবাবু---সহ ১৩ জনকেই বেকসুর খালাস করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে আদালতেল এই রায়ে হতাশ হয়েছেন শ্রীনুর পরিবার। তাঁর স্ত্রী এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতে যাবেন বলেই খবর।

এই রেল মাফিয়া বাসব রামবাবুর নানা কারবার। সেখান থেকেই কোটি কোটি টাকার সম্পদ বানিয়েছে সে। মানস এবং গৌতম চৌবে খুনে রামবাবুর হাত ছিল। এই দু'জন খড়্গপুরের সিপিআই নেতা নারায়ণ চৌবের দুই ছেলে। তাঁদেরকে খুন করার জেরে যাবজ্জীবন সাজা হয় রামবাবুর। রামবাবু জেলে ঢুকে গেলে শ্রীনু দখল করে ফেলে যাওয়া সেই কালো পথ। শ্রীনুর সঙ্গে রামবাবুর পরিচয় ঘটে জেলে। তবে রামবাবু জামিনে মুক্ত হয়ে জেলের বাইরে আসে। তারপর বাইরে আসে শ্রীনুও। বাইরে এসে বুঝতে পারে রামবাবু আবার শ্রীনুর বানানো পথ দখল করে নিয়েছে। তখন থেকেই দু'জনের মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত। এমনকী তা থেকে রামবাবুর উপর শ্রীনু হামলা চালায় বলে অভিযোগ। কিন্তু সেই হামলায় বেঁচে যায় রামবাবু। ২০১৫ সালের পুরসভা নির্বাচনে শ্রীনুর স্ত্রীকে টিকিট দেয় বিজেপি। কিন্তু নির্বাচনে জিতেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন শ্রীনুর স্ত্রী পূজা। তখন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেয় শ্রীনুও। তারপরই শ্রীনুকে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে ঢুকে গুলি করে খুন কর হয়। তবে খুনের এই ঘটনায় পলাতক আরও এক অভিযুক্ত।

চোট কতটা জানতে কলকাতায় পৌঁছেই এসএসকেএমে মুখ্যমন্ত্রী, হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.) : কপ্টার দুর্যোগের মুখে পড়ায় পা এবং কোমরে চোট পেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিকেলে বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে কলকাতা পৌঁছোতেই মুখ্যমন্ত্রীকে সোজা নিয়ে আসা হল এসএসকেএমে। পায়ে চোট রয়েছে, তাই হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। তাঁর চোট কতটা, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর।

উত্তরবঙ্গ সফরের শেষদিনে জলপাইগুড়ির ক্রান্তিতে পঞ্চায়েতের প্রচারসভা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেখান থেকে সভা শেষ করে কপ্টারে করে বাগডোগরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন মুখ্যমন্ত্রী। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের উপর দিয়ে ওড়ার সময় আচমকাই দুর্যোগের মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার। আবহাওয়া খারাপ থাকায় কাঁপতে থাকে কপ্টারটি। প্রবল ঝাঁকুনিতে পথ বদলে সেবক এয়ারবেসে কপ্টারটির জরুরি অবতরণ করান পাইলট। সেখানেই কপ্টার থেকে নামতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর চোট লাগে। সেবক এয়ারবেসেই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। তারপর সড়কপথে বাগডোগরা বিমানবন্দরে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে কলকাতা উড়ে যান। বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দরে নামার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। বিমানবন্দরে অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গাড়ি করেই হাসপাতালে পৌঁছোন। গাড়ি থেকে নামার সময় খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। পায়ে চোট রয়েছে, তাই হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে। তবে হুইল চেয়ার বা স্ট্রেচার আনা হলেও, তা নিতে চাননি তিনি। মুখ্যমন্ত্রীকে ধরে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর চোট কতটা, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে। হাসপাতাল সূত্রে খবর মুখ্যমন্ত্রীর জন্য উডবার্ন ওয়ার্ডের কেবিন তৈরি রাখা হয়েছে। সেখানেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। তৈরি রয়েছেন চিকিৎসকেরাও। এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানে এমআরআই করা হবে বলে জানা গিয়েছে। সবরকমের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। এসএসকেএমে রয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম, রয়েছেন এসএসকেএমের ডিরেক্টর মনিময় বন্দ্যোপাধায়। মেডিসিন বিভাগের প্রধান রাজেশ প্রামাণিককে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ভিভিআইপি কেবিনে প্রস্তুত রয়েছেন তিনি। হাসপাতালে উপস্থিত পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারাও।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল ছাত্রছাত্রী সহ গ্রামবাসী

আগরতলা, ২৭ জুন (হি.স.) : রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ধর্মনগর-কদমতলা মূল সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী সহ এলাকাবাসী।

ধর্মনগর-কদমতলা সড়কের সোনারেরবাসা থেকে ইয়াকুবনগর নাথ পাড়া হয়ে ভাগ্যপুর আড়াই কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। দীর্ঘ দিন যাবৎ সমস্যার সমাধান না পেয়ে অবশেষে আজ সকালে সড়ক অবরোধে বসেন তাঁরা। অবরোধের জেরে যানচলাচল ব্যাহত হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা এবং অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন সানীয় মানুষ।

জনৈক অবরোধকারী জানিয়েছেন, ধর্মনগর-কদমতলা সড়কের সোনারেরবাসা থেকে ইয়াকুবনগর নাথ পাড়া হয়ে ভাগ্যপুর আড়াই কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। যার ফলে গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সমস্যা সম্মুখীন হতে হচ্ছে।রাস্তায় কাঁদা জমে থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অবরোধকারীদের অভিযোগ, এবিষয়ে পূর্ত দফতরে মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও রাস্তার সমস্যা সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। বিষয়টি একাধিক বার প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা সংস্কারের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকালে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ধর্মনগর-কদমতলা মূল সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।

অবরোধের খবর পেয়ে প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা ছুটে গেছেন। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী।

"সত্যিটা থেকে অনেক দূরে রয়েছেন", তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগের কড়া জবাব বিএসএফ-এর

কলকাতা, ২৭ জুন (হি.স.) : মঙ্গলবার কোচবিহারের চান্দামারিতে ভোটপ্রচারের মঞ্চ থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে নিশানা করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজই বিএসএফের গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের পক্ষ বিবৃতি প্রকাশ করে মমতার সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেত্রীর অভিযোগের কড়া জবাবে বিএসএফ-এর দাবি, সত্যিটা থেকে অনেক দূরে রয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

এদিন চান্দামারির জনসভায় বিএসএফকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "গুলি করা যেন অধিকার হয়ে উঠেছে। আমার কাছে খবর আছে, সীমান্ত পাহারা দেওয়ার নামে লোকজনকে ভয় দেখাচ্ছে, অত্যাচার করছে। কিন্তু আমি বলছি, কেউ ভয় পাবেন না। পুলিশে খবর দিন।" এদিন তাঁর সভামঞ্চে হাজির ছিলেন বিএসএফের গুলিতে নিহত যুবকের পরিবার। তাঁদের সঙ্গে নিয়েই বিএসএফকে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূল নেত্রী।

তারই জবাবে এবার বিএসএফ জানাল, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিএসএফের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছেন, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সত্যিটা থেকে অনেকখানি দূরে। বিএসএফ একটি পেশাগত বাহিনী। পেশাগত ভাবেই দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে পালন করে। সীমান্ত এলাকার কোনও ভোটারকে প্ররোচিত করে না। তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টিই বিএসএফের কাছে প্রাধান্য পায়। অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও কাজ করে সীমান্তরক্ষা বাহিনী। এরপরই যোগ করা হয়, তাদের কাছে ভোটারদের প্রভাবিত করা নিয়ে কোনও অভিযোগ আসেনি। যে বাহিনীকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। তৃণমূল সুপ্রিমোর অভিযোগের কয়েকঘণ্টার মধ্যেই এভাবে বিবৃতি প্রকাশ করা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক নাটকের ভিডিও তৈরি করার আহ্বান অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বশর্মার

গুয়াহাটি, ২৭ জুন (হি.স.) : সড়ক নিরাপত্তা বিষয়ক নাটকের ভিডিও তৈরি করে তা কোনও বৈঠকের আগে উপস্থাপন করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ মঙ্গলবার জনতা ভবনে রাজ্যের জেলাশাসক ও পরিবহণ আধিকারিকদের সঙ্গে আয়োজিত ভার্চুয়াল সভায় সড়ক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এর জন্য গণ-আন্দোলন গড়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা গুজরাটের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী)-র কার্য্যকালে প্রচলিত কর্মকাণ্ড থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তাঁর অভিপ্রায় ঘোষণা করেছেন। তিনি সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতাকে একটি ব্যাপক প্রচারাভিযান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছেন আজ। এছাড়া সড়কে জীবন বাঁচাতে কার্য্যকর পদক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ড. শর্মা তাঁকে অভিনন্দন জানানোর প্রবণতা ছাড়ার জন্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অনুরোধ করেছেন। বলেন, অভিনন্দন জানানোর পরিবর্তে বাধ্যতামূলকভাবে সড়ক নিরাপত্তাজনিত ভিডিও তৈরি করে জন-সচেতনতার জন্য ওই সময় ব্যবহার করুন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছেন তিনি। গুজরাটের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মোদী সড়ক নিরাপত্তায় সামাজিক গণ-সচেতনতা বাড়াতে ছোট ছোট নাটকে অভিনয় করিয়ে সফল হয়েছিলেন, সে সব কিছু ঘটনাবলি উপস্থাপন করে এর কার্য্যকারিতা তুলে ধরেছেন হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গুজরাটে কন্যা শিশু-মৃত্যুজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রণীত তিন মিনিটের একটি নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন, যা দর্শকদের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বলেন, মোদীজির ওই পদক্ষেপ গুজরাটে অত্যন্ত সফল হয়েছে। এ ধরনের নাটক বিভিন্ন সরকারি অনুষ্ঠান এবং সভায় পরিবেশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গক্রমে তিনি প্রথাগত প্রদীপ প্রজ্বলন এবং অতিথিদের সংবর্ধনার পরিবর্তে সড়ক দুর্ঘটনার দরুন মানুষের যন্ত্রণাকে তুলে ধরে তিন মিনিটের একটি লাইভ নাটক দেখানোর জন্য সেই সময়কে উৎসর্গ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। গুজরাটে অনুরূপ উদ্যোগের সাফল্যের ছবি বর্ণনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করে বলেন, এ জাতীয় নাটকগুলিকে সরকারি সভা এবং অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত করলে জনতার কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পৌঁছবে।তিনি আবারও প্রধানমন্ত্রী মোদির পরামর্শের কথা স্মরণ করে বলেন, প্রতিটি বৈঠকে তিন মিনিটের নাটক উপস্থাপন করলে আবেগকে জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি মানুষের চোখে অশ্রু আনবে, যা সড়ক নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি হবে। ড. শর্মা গুজরাটে নাটকীয় রীতি প্রচলনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব সম্পর্কেও বিস্তারিত তুলে ধরে বলেন, এ ধরনের প্রচেষ্টার ফলে কমেছে গর্ভাবস্থার সমাপ্তি।

ডিব্রুগড়ে আসন্ন এক ইভেন্টের রূপরেখা আজ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই ইভেন্টে তিনি গিনেস রেকর্ডধারীদের পুরস্কার দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

'পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর নয়াদিল্লি অভিযান হবে', নদিয়ায় অভিষেক

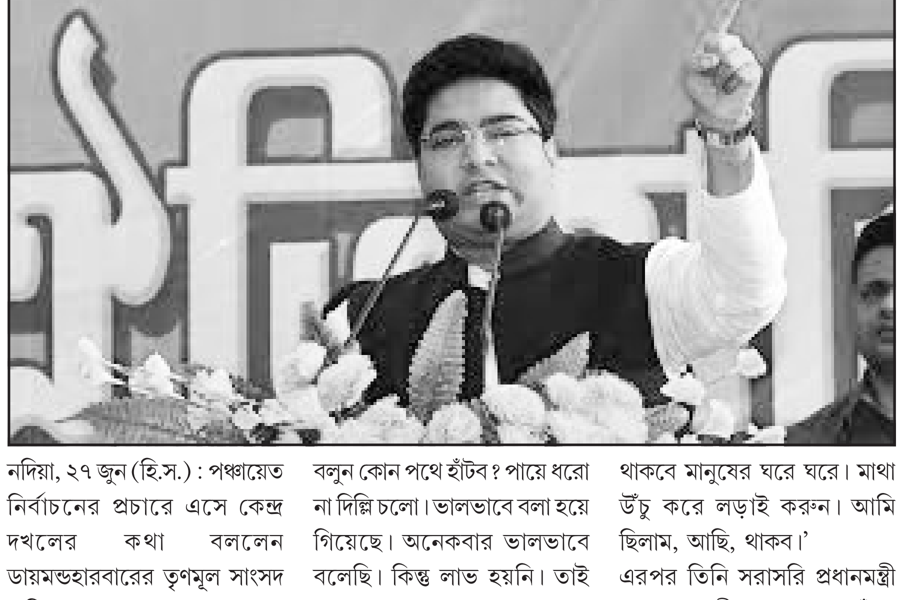

নদিয়া, ২৭ জুন (হি.স.) : পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে এসে কেন্দ্র দখলের কথা বললেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নদিয়ার সভা থেকে তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর নয়াদিল্লি অভিযান হবে'। তবে তার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে হবে।' এদিনের সভা থেকে একশো দিনের টাকা না ছাড়া নিয়ে সরব বন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর গ্রামবাংলার মানুষকে নিয়ে নয়াদিল্লি অভিযান করার সূচিও জানিয়ে দেন। এই নয়াদিল্লি অভিযানের আগে মানুষের কাছ থেকে সম্মতি আদায়ও করে নিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'একশো দিনের কাজের টাকা আদায় করতে কোন পথে হাঁটা উচিত? প্রথমে ভালভাবে বলব বাংলার টাকা ছেড়ে দিন। দ্বিতীয় পথ হল পা ধরা। আর তৃতীয় পথ হল দিল্লি চলো অভিযান। আপনারা বলুন কোন পথে হাঁটব? পায়ে ধরো না দিল্লি চলো। ভালভাবে বলা হয়ে গিয়েছে। অনেকবার ভালভাবে বলেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। তাই আপনাদের কাছে আজ জানতে চাইছি, কোন পথে আমরা হাঁটব?' সমস্বরে চিৎকার করে মানুষ জবাব দিলেন, 'দিল্লি চলো অভিযান'। প্রত্যুত্তরে অভিষেক বললেন, 'তাই হবে। তবে তার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে হবে।'

তাহলে কবে দিল্লি চলো অভিযান হবে? মানুষের এই প্রশ্নের উত্তর জানতে যে কৌতূহল হচ্ছে সেটা বুঝতে পারেন অভিষেক। তাই তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরই দিল্লি চলো অভিযান হবে। আর সেখান থেকে টাকা ছিনিয়ে আনার দায়িত্ব আমার। আপনাদের নিয়ে যাওয়া, আন্দোলনে বসা এবং টাকা পাইয়ে দেওয়া আমার কাজ। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের হাত শক্ত করলেই সেটা সম্ভব। আর তখন দেখবেন পদ্মফুল থাকবে গোয়ালঘরে, তৃণমূল থাকবে মানুষের ঘরে ঘরে। মাথা উঁচু করে লড়াই করুন। আমি ছিলাম, আছি, থাকব।'

এরপর তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। তাঁর কথায়, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীজি আপনাকে করজোড়ে বলছি বাংলার টাকাটা ছেড়ে দিন। আমি আপনার থেকে অনেক ছোট। কিন্তু অপনি যদি মনে করে থাকেন তৃণমূল কংগ্রেস আপনার কাছে বশ্যতা স্বীকার করবে তাহলে শুনে রাখুন, আপনার থেকে আমার জেদ অনেক বেশি। দু'মাসে প্রমাণ হয়ে যাবে কার জেদ বেশি। দিল্লি থেকে আমি টাকা ছিনিয়ে আনবই। দিল্লির বহিরাগতদের কাছে মাথা নীচু করব না। এই রাজ্যে তিনটি দল আছে। তিনটিই আপদ বিপদ। আর তৃণমূল নিরাপদ। দিল্লি চলোর লড়াই এগিয়ে নিয়ে যেতে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ২০১৯ সালে নির্বাচনে জিতে বিজেপি একশো দিনের টাকা বন্ধ করেছে। এবার যদি কোনও পঞ্চায়েতে জেতে তাহলে পরিষেবা পাবেন না।'

নকশালবাড়িতে বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে মৃত্যু শিশুর, অসুস্থ আরও তিন

নকশালবাড়ি, ২৭ জুন (হি. স.) : শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরশিং জোতে বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। অসুস্থ আরও তিন জন। মৃতের নাম কৃশ লাকড়া (৯)। বাকি তিন জনের নাম কুলদীপ লাকড়া (৭), আলমি লাকড়া (২৮) ও অমৃতা লাকড়া (৩৩)। চারজন একই পরিবারের।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার ওই পরিবারটি এক ফেরিওয়ালার কাছ থেকে মাশরুম কেনে। তা খেয়ে পরিবারের চারজন অসুস্থ হয়ে পড়েন সেদিন রাতে। শুরু হয় বমি, পাতলা পায়খানা, পেট ব্যথা, জ্বর। সেদিনই তাঁদের নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসক চারজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে রেফার করেন। সোমবার সন্ধ্যায় ওই পরিবারের সদস্য নয় বছরের শিশু কৃশ লাকড়ার মৃত্যু হয়। তার দেহ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। বাকি তিন জন এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ভর্তি রয়েছেন।

দুর্যোগের সময়ে চোট লেগেছে মুখ্যমন্ত্রীর কোমরে ও পায়ে, খোঁজ নিলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৭ জুন (হি. স.) : মঙ্গলবার দুপুরে জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে দুর্যোগের মধ্যে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টার।সেই দুর্যোগের সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোমরে ও পায়ে চোট লেগেছে বলে জানাচ্ছেন তৃণমূলের যুব নেতা কোহিনুর মজুমদার। সেই দুর্যোগের পর মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার দুর্যোগের মধ্যে পড়ার পর তাঁর খোঁজখবর নিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও।

এদিন বৈকণ্ঠপুরের জঙ্গলের উপর দিয়ে যখন হেলিকপ্টারটি আসছিল, সেই সময় ঝড়ের মধ্যে পড়ে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে নামিয়ে আনা হয়। সেবক বায়ুঘাঁটিতে জরুরি অবতরণ করেছিল হেলিকপ্টার। সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, কলকাতায় ফেরার পর এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হতে পারে মমতাকে। সেখানে তাঁর এমআরআই হতে পারে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী আসার আগে কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে টার্মিনালের ভিতরে একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, সেই অ্যাম্বুলেন্সে করেই মুখ্যমন্ত্রীকে বিমানবন্দর থেকে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, গ্রিন করিডর তৈরি করার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে রাখা হচ্ছে। এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরেও প্রয়োজনীয় পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করে রাখা হচ্ছে।আজ মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার দুর্যোগের মধ্যে পড়ার পর তাঁর খোঁজখবর নিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। রাজ্যপাল নিজেও এখন উত্তরবঙ্গেই রয়েছেন। টুইটারে মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার কথা নিজেই জানিয়েছেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার যে নিরাপদে অবতরণ করেছে, তা জেনে স্বস্তি পেয়েছেন তিনি।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

সব চুল পড়ে যাচ্ছে? যোগাচর্চায় মিলবে সুফল, কোন আসন করবেন

কম-বেশি অনেকেই চুল পড়ার সমস্যায় নাজেহাল। মাথায় টাক পড়তে শুরু করলে অনেকেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন। তবে লম্বা কিংবা ছোট, চুলের দৈর্ঘ্য যা-ই হোক না কেন, চুল পড়া খুব স্বাভাবিক সমস্যা। বিশেষ করে যাঁরা বড় চুল রাখতে পছন্দ করেন, তাঁরা সবচেয়ে বেশি এই সমস্যার সম্মুখীন হন। চুল পড়া বন্ধ করতে বারবারই ছুটে যেতে হয় চিকিৎসকের কাছে।

নামী-দামি প্রসাধনী ব্যবহার করেও মেলে না সমস্যার সমাধান।

চুলে পুষ্টির ঘাটতি হলে চুলের গোড়া আলগা হয়ে যায়। ফলে চুল ঝরে যায়। অনেকেই আবার বংশগত কারণেও চুল পড়ার সমস্যায় ভোগেন। শরীরে রক্ত সঞ্চালনের অভাবেও চুল পড়ে যায়। জানেন কি, নিয়মিত কয়েকটি যোগাসন করলেই চুল পড়ার সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব? চুল পড়া বন্ধ করতে কপালভাতি করুন।

সর্বাঙ্গাসন:

চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। পা দু'টি জোড়া করে উপরে তুলুন। এ বার দু'হাতের তালু দিয়ে পিঠ এমন ভাবে ঠেলে ধরুন, যেন ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত এক সরলেরখায় থাকে। থুতনিটি বুকের সঙ্গে লেগে থাকবে। দৃষ্টি থাকবে পায়ের আঙুলের দিকে। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে মনে মনে ৩০ গুনুন। শবাসনে বিশ্রাম নিন। এ ভাবে তিন বার অভ্যাস করুন। আসনটি প্রথম প্রথম দুই থেকে তিন বার করুন। তবে ভাল ভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে একেবারে মিনিট খানেক সময় নিয়ে আসনটি অভ্যাস করলে আর একাধিক বার করার দরকার হয় না। এই আসন শরীরে রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে। নিয়মিত এই আসনটি করলে চুল পড়ার সমস্যা দূর হবে।

কপালভাতি:

প্রথম একটি ফাঁকা জায়গায় শান্ত হয়ে বসুন। বসার ভঙ্গি হোক পদ্মাসনে। কিছু ক্ষণ স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস নিন। শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হলে মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে কিছু ক্ষণ ধরে রাখুন। এ বার ধীরে ধীরে নাক দিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। খেয়াল রাখবেন শ্বাস ছাড়ার সময়ে পেট যেন একটু করে ভিতরের দিকে ঢুকে আসে। এই পদ্ধতিতে ২০ বার শ্বাস নিন ও ছাড়ুন। মিনিট খানেকের বিরতি নিন। আবার ২০ বার এই ভাবে শ্বাস ছাড়া-নেওয়া করে যায়। মোট একশো বার করার চেষ্টা করুন।

বজ্রাসন

এই আসনটি করতে প্রথমে কোনও সমতল জায়গায় পিছন দিকে হাঁটু মুড়ে বসুন। এ বার হাঁটু দু'টি একে অপরের সঙ্গে জুড়ে পায়ের গোড়ালির উপর বসুন। দু'হাতের তালু হাঁটুর উপরে সোজা করে রাখুন। পুরো শরীর টানটান রেখে ৩-৪ মিনিট এই অবস্থায় বসুন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। কিছু ক্ষণ পর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। প্রতি দিন সকাল অথবা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে এই আসনটি করতে পারেন। এতে হজমশক্তি ভাল হয়। পেটের যে কোনও রকম সমস্যা সমাধানের অব্যর্থ দাওয়াই এই আসন। পেট পরিষ্কার থাকলে চুল পড়াও বন্ধ হবে।

বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার শরীরটা বেঁকান। শরীরটা এমন ভাবে বেঁকান যাতে বুক যেন গিয়ে উরুতে ঠেকে। মাথা মেঝেতে রাখুন। আর হাত দু'টি সামনের দিকে প্রসারিত করে রাখুন। মানসিক অবসাদ ও হজমের গোলমাল হলেও চুল পড়ে যায়। বালাসন করলে এই দুই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এই আসন স্নায়ুতন্ত্রের জন্যেও খুব উপকারী।

ডায়েট করছেন? রইল এমন ৩টি সুস্বাদু মিষ্টির হদিস

শেষপাতে মিষ্টিমুখ না হলে অনেকের খাওয়াই সম্পূর্ণ হয় না। এ দিকে ডায়াবিটিসের চোখরাঙানিতে মিষ্টি খাওয়া মাথায় উঠেছে। অনেকের আবার বাড়তি ওজনের কারণে মিষ্টি খাওয়া বারণ।

তবে পুষ্টিবিদেরা মিষ্টির বিষয়ে একেবারে "না" করে দেন না কখনওই। বরং শরীরে বাড়বাড়ি রকমের সমস্যা না থাকলে অনেক রোগীর পাতেই দিনে একটি মিষ্টি দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা।

তবে রাতের খাবারে নয়, বরং দিনের আলোয় মিষ্টি খেয়ে ফেললে শরীরের পক্ষে বিপাক কাজ সহজ হয়, বলছেন তাঁরা। শরীরের কথা ভেবে দোকানের রসগোল্লা, চমচম, সন্দেশ বাদ দিয়ে বাড়িতে বানানো কিছু মিষ্টি রাখতে পারেন পাতে। রইল এমন কয়েকটি মিষ্টির হদিস, যা ওজন ঝরানোর ডায়েটে থেকেও খেতে পারেন আপনি। ছানা মাখা: ছানা কাটানোর পাউডার সহজেই দোকানে পাবেন। তা দিয়ে বা দুধে লেবু চিপে ছানা বানিয়ে নিন ঘরেই। এ বার এই ছানা মেখে নিয়ে তাতে দু-এক চামচ মধু মিশিয়ে নিন। আমন্ড, কাজু, কিশমিশ, আখরোট ইত্যাদি মিশিয়ে দিন এতে। এটি খেলে পেট ভরা থাকবে যেমন, তেমনই মিষ্টি খাওয়ার সাধও মিটবে। এই খাবারটি বেশ স্বাস্থ্যকর। যাঁরা ডায়েটে রয়েছেন, তাঁরাও সন্ধের খাবার হিসেবে এটি বাছতে পারেন। জাম পপস্টিকল: জামের বীজ ছাড়িয়ে শাঁসটুকু মিক্সিতে ঘুরিয়ে নিন। এ বার সেই মিশ্রণ ছেঁকে নিয়ে তার সঙ্গে সামান্য বিটনুন, চাটমশলা আর লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নিয়ে কুলফির পাত্রে রেখে ফ্রিজারে জমিয়ে নিন। মিষ্টি খেতে ইচ্ছে করলে চেখে দেখতেই পারেন এই টক-মিষ্টি-ঝাল পপস্টিকল। মিষ্টি মাখানা: কড়াইতে ঘি দিয়ে মাখানাগুলি ভাল করে ভেজে নিন। এ বার একটি পাত্রে গুড় গরম করে তাতে সামান্য নারকেল কোরা ও সাদা তেল মিশিয়ে মাখানাগুলি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এ বার একটি থালায় এক একটি করে মাখানা তুলে ঠান্ডা হতে দিন। ঘণ্টাখানেক পরেই খেতে পারবেন মিষ্টি মাখানা।

তিন সপ্তাহে ১০ কেজি ওজন ঝরালেন কোন রুটিন মেনে সম্ভব হল

তিন সপ্তাহে ওজন ঝরিয়ে পুরনো চেহারায় ফিরলেন অভিনেতা-সঞ্চালক মনীশ পাল। টেলিভিশনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ তিনি। বিভিন্ন রিয়্যালিটি শোয়ে সঞ্চালকের ভূমিকায় তাঁকে দেখা গিয়েছে। তবে বেশ কিছু দিন ধরেই টেলিভিশনের পর্দায় তাঁকে দেখা যাচ্ছিল না। ভুঁড়ি হয়ে গিয়েছিল। বেশ খানিকটা ওজনও বেড়ে গিয়েছিল।

শোনা যাচ্ছে, সেই জন্যেই কাজ থেকে কিছু দিনের জন্য বিরতি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এত অল্প দিনেই যে ওজন ঝরিয়ে ফেলবেন, তা নিজেও ভাবতে পারেননি মনীশ। এর পুরো কৃতিত্ব অবশ্য মনীশ তাঁর ফিটনেস প্রশিক্ষক প্রবীণ নাইয়ারকে দিয়েছেন।

ফিটনেস প্রশিক্ষক হিসাবে বলিপাড়ায় প্রবীণের নামডাক রয়েছে। মাত্র ২১ দিনে মণীশকে আগের চেহারায় ফিরিয়ে দেওয়ার পর প্রবীণকে নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। তবে প্রবীণের মতে, তিনি শুধু পরামর্শ দিয়েছেন। পরিশ্রম যা করার, তা মণীশ করেছেন। তিনি যা বলেছেন, যে রুটিন করে দিয়েছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন বলে অল্প দিনেই সুফল পেয়েছেন মণীশ। কোন রুটিন মেনে মাত্র তিন সপ্তাহে ওজন কমালেন মণীশ?

প্রবীণ বলেন, "আমি যখন প্রথম মণীশকে ডায়েট রুটিন বানিয়ে দিয়েছিলাম, ও প্রথমেই বলেছিল, "আমি পারব না"। আমি মণীশকে বুঝিয়েছিলাম। ওঁকে দ্রুত রোগা হতে হবে, সেটা বার বার বিভিন্ন ভাবে বলেছিলাম। তার পর ও নিজেই ঠিক করল যে, নিয়ম যত কঠিনই হোক, মেনে চলবে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ও সব নিয়ম মেনেছে। তার ফলও পেয়েছে।" পিলাটেস থেকে ওয়েট ট্রেনিং প্রতি দিন সব করতেন মণীশ। দিনের বেশির ভাগ সময় জিমেই কাটত তাঁর। সকাল সাড়ে ৭টার সময় উঠে কার্ডিয়ো করতেন। ঘণ্টাখানেক করার পর জলখাবার খেতেন। তার পর আবার ঘাম ঝরাতেন। ১২টার মধ্যে দুপুরের খাবার খেয়ে নিতেন তিনি। বিকালে আবার জিম। সন্ধে ৭টায় রাতের খাওয়া সেরে নিতেন। এই রুটিনের কোনও এ দিক-ও দিক হত না। প্রবীণের স্ত্রী মেহেক নাইয়ার নিজেও এক জন ফিটনেস প্রশিক্ষক। তিনিও শরীরচর্চার বিভিন্ন খুঁটিনাটি মণীশকে জানিয়েছেন। মণীশের কথায়, "প্রবীণ এবং মেহেক না থাকলে মাত্র তিন সপ্তাহে ১০কেজি ওজন কমাতে পারতাম না। আমি ওঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।"

সন্তানের স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতে চাইলে স্কুলের টিফিন বাক্সে ৫ খাবার না দেওয়াই ভাল

ঝাল ছাড়া "চিলি চিকেন" খেতে ভালবাসে বছর পাঁচেকের সুগত। তাই ছেলের জন্য গত রাতের বেঁচে যাওয়া সামান্য চিলি চিকেন ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলেন অবন্তী। স্কুলের টিফিনে নুডল্‌সের সঙ্গে এই খাবার দিলে, তা ফিরে আসবে না। এ ব্যাপারে অবন্তী নিশ্চিত। সুগতের মতো অনেক বাচ্চাই টিফিনে এমন মুখরোচক খাবার খেতে পছন্দ করে।

আবার অনেক অভিভাবক আছেন যাঁরা ঝক্কির ভয়ে ইনস্ট্যান্ট নুডল্‌স, কেক, বিস্কুট বা চিপ্‌স দিয়েই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলতে চান। তাতে সময়ও বেশি লাগে না। আর বাচ্চাদের পছন্দের এই খাবারগুলি টিফিনে থাকলে, তা ফেরত আসার সম্ভাবনাও কম। তবে চিকিতসকেরা বলছেন, স্কুলের টিফিনে এই জাতীয় খাবার বাচ্চাদের দেওয়া সুবিধের হলেও তা স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভাল নয়। শিশুরা খেতে ভালবাসলেও এমন পাঁচটি খাবার এড়িয়ে চলারই পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিতসকেরা।

১) ইনস্ট্যান্ট নুডল্‌স

ময়দা ছাড়া এই জাতীয় খাবারের আর কোনও পুষ্টিগুণই নেই। গরম অবস্থায় খেলে এক রকম। কিন্তু ঠান্ডা হয়ে গেলে নুডল্‌স খেতেও খারাপ লাগে। চিকিতসকেরা বলছেন, দু'মিনিটে তৈরি করা যায় এমন যে কোনও জিনিস থেকেই কিন্তু বাচ্চাদের হজমের গোলমাল হতে পারে।

২) ভাজা খাবার

ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপ্‌স, নাচোস-এর মতো মুখরোচক খাবারগুলি খেতে পছন্দ করে বাচ্চারা। তবে এই ধরনের খাবার থেকে শরীরে অস্বাস্থ্যকর ফ্যাট জমে। যা থেকে পরবর্তী কালে শিশুদের মধ্যে স্থূলত্বের সমস্যা দেখা দেয়।

৩) প্রক্রিয়াজাত খাবার

রান্না করার ঝামেলা থাকে না, তাই বিস্কুট, কেক, কুকি বা প্রক্রিয়াজাত অন্যান্য খাবার খাওয়ানোর প্রবণতা অভিভাবকদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। চিকিতসকেরা বলছেন, এই জাতীয় খাবারে নুন এবং চিনির পরিমাণ বেশি থাকে। যা পরবর্তী কালে নানা রকম সমস্যা ডেকে আনতে পারে।

৪) বেঁচে যাওয়া খাবার

খেতে ভালবাসে বলে গত রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার বাচ্চার টিফিন বাক্সে ভরে দেবেন না। কারণ, খাবারটি যদি কোনও ভাবে যদি খারাপ হয়ে যায়, তা হলে সেই খাবার খেয়ে সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

৫) মিষ্টিজাতীয় খাবার

টিফিনে মিষ্টিজাতীয় খাবার দিতেও বারণ করছেন চিকিতসকেরা। বেশি মিষ্টি খেলে টাইপ ২ ডায়াবিটিসে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যেতে পারে। মিষ্টিজাতীয় খাবার খাওয়ার পর ভাল করে মুখ না ধুলে বাচ্চাদের দাঁতের স্বাস্থ্যও খারাপ হতে পারে।

সময়ের অভাবে রোজ খালি পেটে জিমে যাচ্ছেন?

ওজন কমাতে ঘুম থেকে উঠে খানিক শরীরচর্চা করার অভ্যাস তৈরি করেছেন? শরীর সুস্থ রাখার জন্য শরীরচর্চা যেমন জরুরি, তার থেকেও বেশি জরুরি সঠিক খাদ্যাভাস। শরীরচর্চা করার আগে কিংবা পরে কী খাবার খাওয়া উচিত, তা অনেকেরই জানা নেই। তাড়াহুড়োর ঠেলায়, কেউ আবার অভ্যাসবশত আবার খালি পেটেই শরীরচর্চা শুরু করে দেন।

এই অভ্যাস কিন্তু মোটেই ভাল নয়। খালি পেটে শরীরচর্চা করলে অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আবার বেশি ভারী খাবার খেয়ে নিলেও অস্বস্তি বোধ হবে। পুষ্টিবিদদের মতে, যে কোনও খাবার খাওয়ার অন্তত দু'ঘণ্টা পর শরীরচর্চা করা উচিত।

পুষ্টিবিদদের মতে, শরীরচর্চা করার আগে যে কোনও ভাজাভুজি জাতীয় খাবার, ফ্যাট জাতীয় খাবার, মশলাদার খাবার, যে সব খাবারে বেশি পরিমাণে ফাইবার আছে, এমনকি সব্জি এবং কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। তা হলে কী খেলে শরীর চাঙ্গা থাকবে ভাবছেন?

ওট্‌স পরিজ: শরীরচর্চা করতে যাওয়ার আগে ওট্‌স খেতেই পারেন। দুধ হালকা গরম করে তাতে ভিজিয়ে রাখা ওট্‌স, চিয়া সিডস মিশিয়ে নিন। এ বার একে একে কাঠবাদাম, খেজুর, কলা আর সামান্য পরিমাণে দারচিনির গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। খেতে দারুণ সুস্বাদু এই খাবার আপনি শরীরচর্চা করার আগে খেতেই পারেন। যাঁদের দুধ খেলে সমস্যা হয়, তাঁরা গরম জল

কলা-মধুর স্মুদি: শরীরচর্চার আগে কলা খেলে শরীর বেশ চাঙ্গা থাকে, শরীরচর্চার জন্য শরীরে শক্তির সঞ্চার হয়। কলা শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে এবং ইলেকট্রোলাইট হিসেবেও কাজ করে। এ ক্ষেত্রে দই, কলা, মধু একসঙ্গে মিশিয়ে স্মুদি তৈরি করে নিতে পারেন। এর মধ্যে দুটো কাঠবাদামও দিতে পারেন।

পাউরুটি আর পিনাট বাটার: ওজন ঝরাতে চাইলে সাদা পাউরুটি নয়, ব্রাউন ব্রেড বাড়িতে রাখুন। জিমে যাওয়ার আগে দু'টি পাউরুটিতে পিনাট বাটার লাগিয়ে খেয়ে নিতে পারেন। ভাল ফ্যাট, প্রোটিন, ও কার্বোহাইড্রেট সবই পাবেন এই খাবার থেকে।

সব্জি খাওয়ার পর খোসা ফেলে না দিয়ে বানিয়ে ফেলুন খোসা বাটা

সকালে ঝিঙে পোস্ত আর রাতে পটলের তরকারি। গোটা গরমকালটা এই দুই সব্জি খেতে খেতে মুখে যেন চড়া পড়ে গিয়েছে। অথচ এই গরমে খুব রগরগে খাবার খেতে যে খুব ইচ্ছে করছে, তা-ও নয়। এই দু'টি সব্জি দিয়ে যে নতুন কিছু রান্না করবেন, তা-ও তো বেশ পরিশ্রমের কাজ। চটজলদি বানিয়ে ফেলা যাবে আবার স্বাদেও বদল আনবে, এমন রান্না খুঁজতে গিয়ে হঠাত চোখে পড়ল খোসা বাটার রেসিপি।

তবে শুধু পটল বা ঝিঙে নয়, লাউ, কুমড়ো, আলুর খোসা বেটেও এই পদ তৈরি করা যায়। গরম ভাতে এই খোসা বাটা পেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। কী ভাবে এই খোসা বাটা তৈরি করতে হয় জানেন? রইল তার রেসিপি।

উপকরণ পটল বা ঝিঙের খোসা: পরিমাণ মতো, কালোজিরে: ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা: ২টি, শুকনো লঙ্কা: ১টি, রসুন: ৩-৪টি, চিনি: এক চিমটে, নুন: স্বাদ অনুযায়ী, সর্ষের তেল: ৩ টেবিল চামচ

প্রণালী ১) ঝিঙে বা পটলের খোসা একটু মোটা করে ছাড়িয়ে নিন। ২) এর পর গরম জলে সামান্য নুন দিয়ে তা ভাপিয়ে নিন। ৩) এ বার খোসাগুলি জল থেকে তুলে নিয়ে মিক্সিতে মিহি করে বেটে নিন। সঙ্গে রসুন, কাঁচা লঙ্কাও বেটে নিতে পারেন। খুব ভাল হয়, যদি এই সমস্ত উপকরণ শিলে বেটে নিতে পারেন। ৪) এ বার কড়াইতে সর্ষের তেল গরম করুন। এর মধ্যে কালোজিরে এবং শুকনো লঙ্কার ফোড়ন দিন। ৫) একটু গরম হয়ে এলে বেটে রাখা খোসা দিয়ে দিন। ৬) সামান্য নুন এবং চিনি দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করতে থাকুন। ৭) নাড়তে নাড়তে খোসা বাটা থেকে তেল ছেড়ে এলে এবং তা ঝুরঝুরে হয়ে এলে নামিয়ে নিন। ৮) উপর থেকে আরও একটু সর্ষের তেল ছড়িয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন খোসা বাটা।

মনচলি চক্রবর্তী'র কয়েকটি কবিতা

নদী

উপরে নীল আকাশ
তারি নীচে,
সবুজ বনানী মাঝে বয়ে যায় নদী।
মনের গভীরে ব্যাথায় বুক জুড়াবে,
তাও বয়ে যাবে নদী সোৎসাহে, নীরবে।

পথ চলা

প্রভাতে সূর্যের উজ্জ্বল কিরন
আনে জীবনে এক নতুন শিহরন।
চারদিকে হাসে আলো ঝলমল
ধরনীর হৃদয় যেন দোলে টলমল।

সুখ দুঃখ

সুখ দুঃখ থাকে
জীবনে পাশাপাশি,
মিলেমিশে কাঁদে
হাসে রাশিরাশি।

রবি কবি

কবি তুমি উদয়স্ত রহিবে রবি হয়ে
মোদের হৃদয় আকাশ মাঝে।
প্রতিনিয়ত অনুভবে,প্রানে, স্মরনে
মর্মে মোদের জড়ায়ে।

আমি যাযাবর

পথে পথে ঘুরি
একা দেশ দেশান্তরে ছুটি,
আমি এক যাযাবর।
আমার নেই কোনো ঠিকানা
নেই আমার বাসস্থান,
আমি এক যাযাবর।

জীবন সংগ্রাম

দু'মুঠো গ্রাসের জন্য শ্রম
দিবা রাত্রি, সংগ্রামে কত শত নারী,
রোগ, বিপদ, ঝড়ের প্রতিকূলতায়
সাহসে বুক বেঁধে পথে দেয় পাড়ি।

বৃষ্টি

বৃষ্টি বৃষ্টি
তুমি ভীষণ মিষ্টি।
টুপ টুপ বৃষ্টি
রচনা করো অজস্র সৃষ্টি।

দু'মুঠো ভাত

দুমুঠো ভাতের জন্য বেঁচে থাকা
দুমুঠো ভাতই অভুক্তের আশা।
দুমুঠো ভাতের কষ্টে উঠে কান্নার ঢেউ
ভাতের কষ্ট যে কি কষ্ট বুঝবেনা কেউ।

জীবন সংগ্রাম

দুমুঠো গ্রাসের জন্য শ্রম
দিবা রাত্রি, সংগ্রামে কত শত নারী,
রোগ, বিপদ, ঝড়ের প্রতিকূলতায়
সাহসে বুক বেঁধে পথে দেয় পাড়ি।

মন পাখি

ওরে মন পাখি
তুই উড়ে যা,
তুই খুজে নে না
তোর মনের গোপন
ভালবাসার ঠিকানা।
পাখি যেখানেই তুই যাবি
মন পাবি নারে কোথাও?
পাবি শুধু অভিনয়ের আস্থানা।

মাটি

আমি মাটির মানুষ
হয়ে বেঁচে থাকতে চাই,
মাটিকেই চিরকাল
ভালবাসতে চাই।
মাটিকে মায়ের মতো
আগলে রাখবো,
আর একদিন
এই মাটির কোলেই
মিশে যাবো।

খুকির আম কুড়ানো

মেঘ ঘিরে আছে আকাশ কোলে
সূর্যি গেল আড়ালে
ঘন ঘন মেঘ ডেকে যায়
খুকিরে তুই ঘরে আয়
ঝড় ঝড় বাতাসেতে
আম পড়েছে বাগানেতে
খুকি গেল আম কুড়াতে
গুটি গুটি পায়েতে
আমের দিনে আম কুড়াতে
খুকির যে কত সুখ তাতে
আম কুড়াতে কুড়াতে
চলে গেল বেলাটা
খুকিরে তুই কখন করবি
নাওয়া খাওয়া খেলা।

অগ্নিগর্ভ মণিপুরে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ, শহিদ বিএসএফ জওয়ান

ইমফল, ২৭ জুন (হি.স.) : অগ্নিগর্ভ মণিপুরে সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের সঙ্গে সংগঠিত বন্দুকযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন বিএসএফ-এর জনৈক জওয়ান। শহিদ জওয়ানকে নরেন্দর কুমার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার মণিপুরের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং হিন্দুস্থান সমাচার-কে এ খবর দিয়ে জানান, ঘটনা গতকাল সোমবার বিকালে টেংনুপাল জেলায় সংগঠিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় টেংনুপাল জেলায় টহল দিচ্ছিলেন বিএসএফ-এর ১২২ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। কিন্তু মোরেহ বাজারে টহল দেওয়ার সময় আচমকা সশস্ত্র এক দুর্বৃত্তের দল জনৈক গৃহস্থের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। বিএসএফ দুর্বৃত্তদের রুখতে গেলে তাঁরা জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। জবাবি গুলি চালায় বিএসএফও। দুর্বৃত্তদের গুলিতে বিদ্ধ হন কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ান নরেন্দর কুমার। তাঁকে নিকটবর্তী সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন, জানান কুলদীপ সিং। মণিপুরের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং আরও জানান, এর আগে গত ২৩ জুন সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা কাংপোকপি জেলার সাইতু বিধানসভা কেন্দ্রের কাংচুপ গেলজং সাব-ডিভিশনে অবস্থিত এন বলজং গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বন্দুকযুদ্ধ সংগঠিত করেছিল। ওই ঘটনায় ভারতীয় সেনা বাহিনীর এক জওয়ান আহত হয়েছিলেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য লেইমাখং-এ সামরিক হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ি থেকে বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার

কাটোয়া, ২৭ জুন (হি. স.) : কাটোয়ার আলমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গুসুম্বা গ্রামে বোমা তৈরির মশলা উদ্ধার হল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর বাড়ি থেকে। উদ্ধার বোমা তৈরির বিভিন্ন উপকরণও। ঘটনায় গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর স্বামী তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা মিঠুন দাস। মঙ্গলবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গ্রেফতার অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি এবং বিদায়ী প্রধানেরও দাবি, পুলিশ মাছের খাবার উদ্ধার করেছে। কী করে বলছে বোমার মশলা? গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, আলমপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ২ নম্বর সংসদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপ্না দাসের বাড়িতে সোমবার দিনভর তল্লাশি চালায় কাটোয়া থানার পুলিশ। অভিযানের পর স্বপ্না দাসের বাড়ি থেকে দেড় কেজি বোমার মশলা, তিন কেজি পেরেক,কয়েক কেজি পাথরের কুচি-সহ প্রচুর সুতলির রশি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা মিঠুন দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করে। কাটোয়া থানার পুলিশ বিস্ফোরক আইনে মামলা রুজু করে মিঠুন দাসকে কাটোয়া মহকুমা আদালতে পেশ করেছে।

মেঘালয়ের রিভোই জেলায় বজ্রপাতে বাড়ি পুড়ে ছাই

শিলং, ২৭ জুন (হি.স.) : মেঘালয়ের রিভোই জেলায় সংঘটিত বজ্রপাতে জনৈক গৃহস্থের বাড়ি পুড়ে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন শিশু-মহিলা সহ বাড়ির ছয় সদস্য। আগুনে ঝলসে গুরুতরভাবে আহত সংজ্ঞাহীন শিশুকে শিলঙের নাজারেথ হাসপাতালে এনে আইসিইউতে ভরতি করা হয়েছে। তার শারীরিক অবস্থা আশংকাজনক বলে জানা গেছে। ঘটনা আজ মঙ্গলবার ভোররাতে সংঘটিত হয়েছে। গতকাল রাত থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এক সময় রিভোই জেলার উমসোলাইত গ্রামে বজ্রপাত হয় ক্রিস্টিনা মাইনসঙের বাড়িতে। সে সময় বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে ছিলেন। বজ্রপাতের ফলে ক্রিস্টিনার বাড়িতে আগুন ধরে যায়। ঘুমের মধ্যে বাড়িতে আগুন ধরায় দিগবিদিকশূন্য হয়ে পড়েন ক্রিস্টিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

আজ ভোরে তড়িঘড়ি আহত ছয়জনকে নিয়ে আসা হয় শিলঙের নাজারেথ হাসপাতালে। এখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চারজনকে ছেড়ে দিলেও মা ক্রিস্টিনা মাইনসং এবং তাঁর সংজ্ঞাহীন শিশুপুত্রকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়। শিশুসন্তানের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাকে আইসিইউ-এ ভরতি করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে গত ২১ জুন রাজ্যের মওসিনরামের মাওডন এবং মাওখাম গ্রামে বজ্রপাতে দুজনের মৃত্যু হয়েছিল। নিহতদের যথাক্রমে মাওডনের স্কাইলাইট ডনবন (৫৫) এবং মাওখাম গ্রামের ওয়ালাম্বক রাপসাং (১৯) বলে শনাক্ত করা হয়েছিল।

খড়িবাড়িতে হাতির হানায় গুরুতর আহত ব্যক্তি

খড়িবাড়ি, ২৭ জুন (হি. স.) : শিলিগুড়ির রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মঞ্জয়জোত এলাকায় সাতসকালে হাতির হানায় গুরুতর আহত হলেন এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে। আহত ব্যক্তির নাম পরিমল সিংহ (৪০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে চাষের জমিতে কাজ করতে যান পরিমল। হঠাৎ টুকুরিয়া জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে এসে তাঁকে আক্রমণ করে। এতে তিনি আহত হন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে প্রথমে বাতাসি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

কাশ্মীরে তীর্থযাত্রা পর্যটনের পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানিয়েছেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর

শ্রীনগর, ২৭ জুন (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা শ্রীনগরের পবিত্র হজরতবাল মন্দির পরিদর্শন করেছেন এবং কাশ্মীরে তীর্থযাত্রা পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ঈদ-উল-আজহা শান্তি ও সম্প্রীতির উৎসব।

মহানবী (সা.) এর দরগায় প্রস্তুতি ও সুযোগ-সুবিধা পর্যালোচনাকালে তিনি বলেন, আজ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা উপস্থিত রয়েছেন এবং আসন্ন ঈদ-উল-আজহার উৎসবের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর নবী মুহাম্মদের উক্তি (হাদিস) উদ্ধৃত করে বলেন, যে হৃদয় বিশুদ্ধ না হলে শরীর অপবিত্র থাকে। তিনি বলেন, হৃদয় পরিষ্কার থাকলে পুরো শরীর পরিষ্কার থাকে।

লেফটেন্যান্ট গভর্নর আরও বলেন, যেমন সারা ভারত থেকে মানুষ অমরনাথ যাত্রায় আসছেন, একইভাবে লোকেরা উপত্যকার হজরতবাল, চরার-ই-শরীফ এবং আরও কয়েক ডজন ধর্মীয় স্থান দেখতে আসতে পারে।

দেশের বাকি অংশের মানুষকে আকৃষ্ট করতে তীর্থযাত্রা পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করা যেতে পারে। আমি এই বিষয়ে জনগণ, ওয়াকফ বোর্ড এবং অন্যান্যদের থেকে মতামত নিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন আপনি আমার সাথে দেখা করতে পারেন বা আমিও আপনার সাথে দেখা করতে পারি।

এদিন লেফটেন্যান্ট গভর্নর জম্মু ও কাশ্মীরের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দরগায় প্রার্থনা করেন।

অসমে ডিলিমিটেশন খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আহূত বরাক বনধ-এ স্তব্ধ তিন জেলা

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ জুন (হি.স.) : সংসদীয় ও বিধানসভা এলাকার ডিলিমিটেশন খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ), কংগ্রেস, এআইইউডিএফ সহ অন্য বিরোধী দল ও বিভিন্ন অরাজনৈতিক সংগঠন আহূত ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এ স্তব্ধ কাছাড়-করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা। বরাক উপত্যকার তিন জেলায় গতকাল থেকেই রাস্তায় নামানো হয়েছে সশস্ত্র সিআরপিএফ জওয়ানদের। পুলিশ-সিআরপিএফ-এ ছয়লাপ বরাক উপত্যকার তিন জেলায় সকাল থেকে পিকেটাররা রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ধরপাকড় অভিযান। বহু পিকেটারের সঙ্গে আটক করা হয় বিরোধী দলের দুই বিধায়ক উত্তর করিমগঞ্জের কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ এবং হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়ার সুজাম উদ্দিনকে।

পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা থেকে গোটা বরাকজুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনতা পালন করছেন বনধ। তবে আহূত বনধকে বানচাল করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কোনও ত্রুটি রাখেনি।

আজ সকালে করিমগঞ্জ জেলা সদরে জেলাশাসকের প্রবেশদ্বারে বনধ-এর অন্যতম আহ্বায়ক কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ কম কসরত করেনি। এক সময় পুলিশ উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের উপ-সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়েছে। আটক করে নেওয়া হয়েছে জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী সহ অন্যদেরও। করিমগঞ্জ কলেজের সামনে ছাত্রছাত্রীদের পথ আগলে ধরেন পিকেটাররা। কিন্তু পুলিশের দল এসে পিকেটারদের তুলে নিয়ে যাওয়ার পর কলেজে ঢুকে ছাত্রছাত্রীরা।

এদিকে হাইলাকান্দি জেলায়ও বনধকে বানচাল করতে বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে পুলিশকে। পুলিশ কাটলিছড়ার বিধায়ক এআইইউডিএফ নেতা সুজাম উদ্দিন লস্করকে হাইলাকান্দির কৃষ্ণপুর থেকে আটক করে নিয়ে গেছে। হাইলাকান্দির কৃষ্ণপুরে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে দোকানপাট বন্ধ করাচ্ছিলেন বিধায়ক সুজাম উদ্দিন। সুজাম ছাড়াও প্রায় ৩০ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে গেছে পুলিশ।

অনুরূপভাবে কাছাড় জেলা সদর শিলচরেও বনধ-এর প্রভাব পড়েছে। কৈবর্ত উন্নয়ন পরিষদ-এর কর্মকর্তারা বরাক বনধ-এর বিরোধিতা করে মাঠে নামায় কিছুটা বেগ পেতে হয়েছে ডিলিমিটেশন প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণকারী প্রতিবাদকারীদের। বরাক উপত্যকার তিন জেলার কোথাও সরকারি ছাড়া বেসরকারি খুব বেশি যানবাহন আজ রাস্তায় নামেনি। শিলচরে অবশ্য মাঝে-মধ্যে কয়েকটি অটো রিকশা ও টোটো চলাচল করেছিল। তবে পিকেটারদের অনুরোধে তাঁরাও ঘরমুখো হয়ে যান। এদিকে স্কুল-কলেজে ছাত্র-শিক্ষকদের প্রবেশ করতে দেননি পিকেটাররা। পিকেটাররা প্রতিরোধ গড়ে তোলায় বেশ কয়েকটি সরকারি দফতরে কর্মচারীদের প্রবেশ করতে অসুবিধা হয়েছিল। তবে কোনও জায়গা থেকে এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে কাছাড় জেলার কাটিগড়া, কালাইন, বড়খলা, লক্ষ্মীপুর, সোনাই, ধলাই প্রভৃতি এলাকায় পিকেটারদের আটক করায় বনধ সফল হয়নি, জানিয়েছেন কাছাড়ের পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো।

আহূত বনধ সম্পর্কে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় এবং শিলচল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ পালের দাবি, সংসদীয় ও বিধানসভা এলাকার ডিলিমিটেশন খসড়া প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বরাক উপত্যকার সর্বস্তরের মানুষ। তাই আজকের বনধকে তাঁরা সমর্থন করে সর্বাত্মক করেছেন। প্রকাশিত খসড়া ডিলিমিটেশন প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনৈতিক, তাকে বাতিল করতেই হবে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনকে, জোরের সঙ্গে বলেছেন প্রদীপ দত্তরায়।

উত্তরাখণ্ড : আবার শুরু হল কেদারনাথ ধাম যাত্রা

গুপ্তকাশী, ২৭ জুন (হি.স.) : উত্তরাখণ্ড এবং উপত্যকায় বৃষ্টি থামার সাথে সাথেই মঙ্গলবার থেকে আবার শুরু হয়েছে কেদারনাথ ধামে তীর্থযাত্রা। তবে এবার পুলিশ প্রশাসন পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তায় বেশ প্রস্তুত। গত দুদিন ধরে টানা বৃষ্টির কারণে স্থানীয় প্রশাসন এবং তারপর সরকার কেদারনাথ ধাম যাত্রা বন্ধ করে দিয়েছিল, কিন্তু আজ সকাল থেকে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার সাথে সাথেই সোনপ্রয়াগ থেকে প্রথম দল কেদারনাথ ধামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। যাইহোক, গৌরীকুন্ড-কেদারনাথ ফুটপাথে মাঝে মাঝে ভূমিধস এবং পাথর পড়া অব্যাহত রয়েছে। তা সত্ত্বেও তীর্থযাত্রীরা কেদারনাথ ধামে যাত্রা করছেন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে আজ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে ঋষিকেশ-কেদারনাথ জাতীয় সড়ক (এনএইচ-১০৭) যান চলাচলের জন্য মসৃণ। ঋষিকেশ-শ্রীনগর-রুদ্রপ্রয়াগ জাতীয় মহাসড়ক (এনএইচ-৫৮) এবং গৌরীকুন্ড-কেদারনাথ পথচারী রুট যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত। এর সাথে, জেলার সমস্ত তহসিলে বিদ্যুৎ সরবরাহ/পানীয় জল সরবরাহ পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

কুলগাম এনকাউন্টারে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম এক সন্ত্রাসবাদী হত্যা করেছে

কুলগাম, ২৭ জুন (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগাম জেলার হুওয়ারা এলাকায় এনকাউন্টার চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। এনকাউন্টারে একজন পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এক কর্মকর্তা এ তথ্য জানিয়েছেন। এই আধিকারিক বলেছেন, হুওরা গ্রামে সন্ত্রাসীদের উপস্থিতির সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সিআরপিএফ কর্মীরা রাতে অভিযান শুরু করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর গুলি চালায়। এর পরই এনকাউন্টার শুরু হয়। গভীর রাতে ঘন আঁধারের কারণে সংঘর্ষ বন্ধ হয়ে যায়। কর্মকর্তার মতে, মঙ্গলবার সকালে নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের আত্মসমর্পণের জন্য সতর্ক করে। কিন্তু তিনি রাজি না হওয়ায় উভয় পক্ষ থেকে গোলাগুলি শুরু হয়। এ সময় নিরাপত্তা বাহিনীর বুলেটে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদও উদ্ধার করা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান চলছে।

মধ্যপ্রদেশ বিজেপিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় দল করতে বড় ভূমিকা নিয়েছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

ভোপাল, ২৭ জুন (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন উদীয়মান বিজেপিকে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল করতে মধ্যপ্রদেশের ভূমি একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে। এই কারণেই এইরকম উদ্যমী মধ্যপ্রদেশের মাটিতে "মেরা বুথ সবসে শক্তিশালী" কর্মসূচির অংশ হতে পেরে হৃদয় থেকে আনন্দ অনুভুত হচ্ছে। হয়তো কোনও রাজনৈতিক দলের ইতিহাসে এত বড় কর্মসূচি তৃণমূল পর্যায়ে সুসংগঠিতভাবে কখনোই ঘটেনি। কিছু সময় আগে, আমি দেশের ৬টি রাজ্যকে একত্রে সংযুক্তকারী পাঁচটি বন্দে ভারত ট্রেনকে ফ্ল্যাগ অফ করার সুযোগও পেয়েছি।

মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড় নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে মঙ্গলবার ভোপালে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি এখানে মতিলাল নেহরু স্টেডিয়ামে "মেরা বুথ, সবে শক্তিশালী" প্রচারাভিযানের অধীনে মধ্যপ্রদেশের ৫৪৩টি লোকসভা এবং ৬৪,১০০টি বুথের ১০ লাখ কর্মীকে ডিজিটালভাবে সম্বোধন করেছেন। সমস্ত রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রের তিন হাজার কর্মী এখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই আধুনিক বন্দে ভারত ট্রেনের সংযোগের জন্য আমি মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, বিহার, কর্ণাটক, গোয়া এবং মহারাষ্ট্রের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। এম পিকে বিশেষ অভিনন্দন। এখানে একসঙ্গে দুটি বন্দে ভারত ট্রেন পাওয়া গেছে। এতদিন যাত্রীরা ভোপাল ও দিল্লির মধ্যে বন্দে ভারত ভ্রমণ উপভোগ করছিলেন। এখন ভোপাল থেকে ইন্দোর, রানি কমলাপতি থেকে জবলপুর যাত্রা হবে দ্রুত, আধুনিক এবং সুবিধাজনক।

আমেরিকা, মিশর সফরেও দলীয় কর্মীদের তথ্য আমার কাছে পৌঁছেছে তিনি বলেন, নয় বছর পূর্ণ হলে সারাদেশে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে এবং আপনি যে পরিশ্রম করেছেন তার তথ্য আমার কাছে ক্রমাগত পৌঁছে যাচ্ছে। এমনকি আমেরিকা ও মিশরে থাকাকালেও তিনি এসব তথ্য পেতেন। সেজন্য সেখান থেকে আমার আগমনে প্রথমে আপনাদের সাথে দেখা করা আমার জন্য আরও সুখের এবং আনন্দদায়ক। বিজেপির সবচেয়ে বড় শক্তি হল তার কর্মীরা প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজেপির সবচেয়ে বড় শক্তি আপনারা সবাই কর্মী। প্রতিটি বিজেপি কর্মীর কাছে দলের চেয়ে দেশ বড়। যেখানে দলের চেয়ে দেশ বড় সেখানে এমন পরিশ্রমী কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা আমার জন্য একটি শুভ সুযোগ। আমিও উৎসুক হয়ে আছি।

প্রত্যেক চা বাগান শ্রমিককে ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে, ঘোষণা মমতার

জলপাইগুড়ি, ২৭ জুন (হি. স.) : প্রত্যেক চা বাগান শ্রমিককে ঘর বানিয়ে দেওয়া হবে। চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য পাট্টা দেওয়া হবে।মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি চেকেন্দা ভান্ডারী মাঠ থেকে এমনটাই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন জলপাইগুড়ির চেকেন্দা ভান্ডারী মাঠ থেকে চা শ্রমিকদের বঞ্চনার ইস্যুতেও আবারও সরব মমতা। অতীতে ৩৪ বছরের বাম সরকার হোক, বা বিগত ১০ বছরে দিল্লির বিজেপি সরকার কেউ চা শ্রমিকদের জন্য কিছুই করেনি বলে দাবি তৃণমূল নেত্রীর। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে চা শ্রমিকদের বঞ্চনা-লাঞ্ছনার অভিযোগ নিয়ে আরও সুর চড়ালেন মমতা।

চা শ্রমিকদের উদ্দেশে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, যাঁদের পাকা বাড়ি নেই, তাঁদের প্রত্যেককে পাকা বাড়ি করে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার যে এই বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী, সেই কথাও বুঝিয়ে দিলেন মমতা। ইতিমধ্যেই ১১৭১ জনকে পাকা বাড়ি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি তৃণমূল নেত্রীর।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, আজকের দিনে উত্তরের সব চা বাগান চালু করে দেওয়া হয়েছে। শুধু চারটি বন্ধ রয়েছে। তৃণমূল সুপ্রিমোর দাবি, বিজেপি সব চা বাগান খুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও, আদতে কিছুই করেনি। যা কাজ করার, সব তৃণমূল সরকারই করেছে বলে দাবি মমতার। চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর বিষয়েও যে রাজ্য সরকার বিগত দিনগুলিতে উদ্যোগ নিয়েছে, সেই কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। বললেন, 'আগে চা শ্রমিকদের ৬৭ টাকা মজুরি ছিল। সেটা বাড়িয়ে ২২৫ টাকা করা হয়েছে।'

মজোরামে ১.৩৩ কোটি টাকার বেশি মূল্যের হেরোইন উদ্ধার, গ্রেফতার দুই মায়ানমারের নাগরিক

আইজল, ২৭ জুন (হি.স.) : মিজোরামে ১.৩৩ কোটি টাকার বেশি মূল্যের হেরোইন উদ্ধার করেছে আসাম রাইফেলস এবং এগসাইজ ও অ্যান্টি-নারকোটিক স্কোয়াডের টিম। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে দুই মায়ানমারের নাগরিককে।

আজ মঙ্গলবার আসাম রাইফেলস সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার সন্ধ্যায় আইজল শহর সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়েছিল আসাম রাইফেলস এবং এগসাইজ ও অ্যান্টি-নারকোটিক স্কোয়াডের যৌথ দল।

অভিযানে দুই মাদক পাচারকারীকে আটক করে তাদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয় ১৫টি সাবান কেসে ১৯১ গ্রাম হেরোইন। উদ্ধারকৃত হেরোইনগুলির আনুমানিক মূল্য ১ কোটি, ৩৩ লক্ষ ৭০ হাজার। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা মায়ানমারের নাগরিক বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

বিশালগড়ে নেশার বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুন।। মঙ্গলবার বিশালগড়ে আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজ শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করেছে। বিশালগড় নিউ টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় হাজার ছাত্র যুব অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ, উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী, বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে এম দাস, জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক উত্তম কুমার দাস। দেশের যুব শক্তিকে পঙ্গু করার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। বিশেষ করে উত্তর পূর্ব ভারতের অবস্থা বিপদজনক। পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে। এভাবে চললে আগামী কয়েকবছরের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তাই এই নেশার করালগ্রাস থেকে সমাজকে রক্ষা করতে দরকার জনসচেতনতা এবং প্রতিবাদ। সেই গণপ্রতিরোধের প্রথম আওয়াজ উঠেছে বিশালগড় থেকেই।নেশা মুক্ত ভারত গড়ার আহবানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সণ হিসাবে মূল্যবান আলোচনা করেন ইসকন আগরতলার সভাপতি মহারাজ গোবিন্দ দাস, মনস্তাত্ত্বিক ড: কৌশিক নন্দী, জেলা তামাক নিয়ন্ত্রক আধিকারিক গৌতম দেব, আইনজীবী লিপিকা দে, শিক্ষিকা তৃপ্তিশ্রী দাস। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন আজকের ছাত্র যুব সমাজ নেশা মুক্ত সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। নেশার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে একমাত্র ছাত্র সমাজ। মহকুমার শহর গ্রামের প্রতিটি ওয়ার্ডে এন্টি ড্রাগস স্কোয়াড গঠন করে নেশায় বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ার ডাক দেন তিনি। বিধায়ক সুশান্ত দেব আরো বলেন নেশায় বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পথ দেখাবে বিশালগড়। তিনি বলেন আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে যুব সমাজ। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সকলের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার আহবান জানান তিনি। মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস বলেন যারা তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তারা সমাজের শত্রু। প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে নেশার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র চৌধুরী বলেন কোন রাজ্য ড্রাগন নির্ভর হয়ে গেলে সেখানে আইন শৃঙ্খলা বলতে কিছু থাকেনা। মণিপুর, পাঞ্জাব এর প্রমাণ। ত্রিপুরা ভয়ংকর বিপদের মুখে। নেশার কারণে বাইক দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। আইনজীবী লিপিকা দে বলেন নেশার কারণে পারিবারিক অশান্তি, বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বাড়ছে।ইসকন আগরতলার সভাপতি মহারাজ গোবিন্দ দাস বলেন চেতনার স্তর উন্নত করতে আধ্যাতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। ইন্দ্রীয়কে সংযত রাখার পদ্ধতি জানতে হবে। গোটা পৃথিবী ভারতের সংস্কৃতি গ্রহণ করছে। আর ভারতীয় যুব সমাজ পথভ্রষ্ট হচ্ছে। এর থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে শাস্ত্র জ্ঞান। ভারত একমাত্র পৃথিবীর যুব সমাজকে সঠিক পথ দেখাতে পারে। ড: কৌশিক নন্দী বলেন নেশা আসক্তকে দূরে না সরিয়ে দিয়ে তাকে নেশা মুক্ত হতে সহযোগিতা করুন। তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের কনসালটেন্ট গৌতম দেব তামাকের ক্ষতিকারক বিষয়ে আলোচনা করেন।

বরাকে

● প্রথম পাতার পর

দেয় বরাক উপত্যকার একাংশ জনতা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে অবরোধ করা হয় বিভিন্ন স্থানে। পুলিশ জায়গায় জায়গায় পিকেটারদের গ্রেপ্তার করেছে। করিমগঞ্জের কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ত্রিপুরাগামী লরি গুলি রাস্তায় দাড়িয়ে আছে। বনধে মিশ্র প্রভাব পড়েছে বরাক উপত্যকায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মালিগাঁওয়ে রেলের জিএম-কে ডেপুটেশন বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাজ্যে রেল চলাচল সুচারু করতে ও রেল পরিষেবা আরও কার্যকর করার দাবিতে প্রাক্তন সাংসদ ও সিপিআই এম নেতা শংকর প্রসাদ দত্তর নেতৃত্বে বামপন্থীদের ছয় জনের এক প্রতিনিধিদল আজ গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে এন এফ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশান দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলের সদস্য টি ওয়াই এফ নেতা কৌশিক রায় দেববর্মা জানান, জেনারেল ম্যানেজার দাবিগুলোর যৌক্তিকতা মেনে নেন। জেনারেল ম্যানেজারের কাছে ১৫ দফা দাবির স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। কৌশিক রায় দেববর্মা জানান, এন এফ রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার আগামীমাসে রাজ্য সফরে আসবেন বলে জানিয়েছেন।

দলের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ীদের করোনাকালে বিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বললেন শতাব্দী

সিউড়ি, ২৭ জুন (হি. স.) : দলের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ীদের করোনাকালে বিনা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বললেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম লোকসভার সাংসদ শতাব্দী রায়। মঙ্গলবার ছিল দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই অঞ্চলে সাংসদ শতাব্দী রায়ের জনসভা। আগত জনগণের সামনেই কোনও রাখঢাক না করেই তিনি বলেন, যারা করোনাকালের পরীক্ষা না দিয়ে সিক্স থেকে সেভেন, এইটে পাশ করে গেছিল তাদের মতোই যারা পরীক্ষা না দিয়ে আজ জয়ী, তারাও পাশ করে গেছে তো পাশ করে গেছে। কিন্তু যারা পরীক্ষা দেবে, তারাও পাশ করে যাবে।

এভাবেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করাকে কার্যত কটাক্ষ করেন সাংসদ। তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়ের এই কথার প্রেক্ষিতে বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, দিদিমণির বিবেক দংশন শুরু হয়েছে। পুলিশ ও গুণ্ডা দিয়ে সন্ত্রাস করে মানুষকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না দিয়ে, তৃণমূলের অনেকেই বিনাপ্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হয়েছেন। তারা মানুষের কাছে পরীক্ষা দেয় নি। পরীক্ষা দিলে ফেল করতো এটা সাংসদ জানেন। সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা রামচন্দ্র ডোম বলেন, সাংসদ শতাব্দী রায় নতুন এসেছেন, তা তো বলা যাবে না। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সবটাই জানেন। এখন তাঁর মধ্যে অপরাধবোধ কাজ করছে। তাই নিজের অজান্তেই এমন স্বীকারোক্তি দিয়ে ফেলেছেন। এটা তো সত্যি কথাই, করোনাকালের মতোই বিপর্যয় চলছে। ভয় দেখিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হওয়া, এক অর্থে পরীক্ষা না দিয়ে পাশ করা। একাত্তর সালকেও এরা ছাপিয়ে গেছে। বিনাপ্রতিদ্বন্দিতায় জয়ী হওয়ার প্রবণতা এদের মধ্যে বেশি।এদিন চিনপাইয়ে দলীয় সভা থেকে সাংসদ বলেন, আমাদের দলে যারা ভাবছেন, যারা নির্দল প্রার্থী হয়েছেন, তাদেরই নাম প্রকাশ্যে এসেছে। এটা ভুল। মনে রাখবেন, জগতটা এখন অনেক ছোটো। এখনই আমেরিকায় কাউকে হ্যালো বললে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যায়। প্রতিদিন সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রতিদিন সকালে আইবি ও পুলিশ রিপোর্ট, পৌঁছায়। তাই যারা পিছন থেকে নির্দল প্রার্থীদের উসকে বলছেন, আমাদের প্রার্থীকে হারা, তারাও দুই মিনিটের মধ্যে শাস্তি পাবেন।

এদিন ফের দুবরাজপুরে মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন সাংসদ শতাব্দী রায়। পানীয় জল, রাস্তাঘাটের সমস্যা এবং বার্ধক্যভাতা না পাওয়া নিয়ে গ্রামবাসীরা সাংসদকে সামনে পেয়ে তাদের ক্ষোভ উগরে দেন। যদিও জনসভায় সাংসদ সেই প্রসঙ্গে বলেন, মনে করে দেখুন, এই সরকারের আগে কবে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে সাইকেল পেয়েছিল? কবে জামা জুতো পেয়েছিল? কবে রূপশ্রী পেয়েছিল? কবে উচ্চ শিক্ষার জন্য দশ লক্ষ টাকা ক্রেডিট কার্ড পেয়েছিল? পায় নি। তাই তৃণমূল প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন

লোকসভা

● প্রথম পাতার পর

সংরক্ষিত। পাহাড়ে এখনো মথার আধিপত্য ছড়িয়ে রয়েছে। যদিও বিজেপি রাজনৈতিক কৌশলে তা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। পাহাড়ে জনজাতিদের ভোটার ৭০ু। বাকি ৩০ শতাংশ অ উপজাতি ভোটার। কংগ্রেস চাইছে অ উপজাতি ভোটারদের দখলে রাখতে। যদিও এই ভোটারের বেশিরভাগই বিজেপির দিকে ঝুঁকে রয়েছে। সিপিএমের গণমুক্তি পরিষদ ও এখানে জাল বিছিয়ে রেখেছে। ফলে মথা ও কংগ্রেস একত্রিত হয়ে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে জয়লাভ করা একেবারে সহজ হবে না বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। কারণ ইতিমধ্যেই বিজেপি আইপিএফটি পাহাড় দখলের জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন মাঠে। প্রতিনিয়ত মাথার ঘরে থাবা বসিয়ে ঘর ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শাসক দল। বিজেপির জনসংযোগ ও সমর্থন কর্মসূচির খেলাতে অনেকটাই ব্যাকফুটে রয়েছে মাথা। এক্ষেত্রে পূর্ব ত্রিপুরা আসন পেতে হলে শীঘ্রই দুই দলকে পাহাড় চষতে হবে। শুধুমাত্র ঠান্ডা করে বসে বৈঠক করলেই ঈশান কোণে মেঘ জমবে ঠিকই কিন্তু বৃষ্টি হবে না। তথ্য বিজ্ঞ মহল বলছে পাহাড়ে বৃষ্টি নামাতে হলে প্রতিনিয়ত চারা গাছ লাগাতে হবে। সূত্রের খবর পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেবে বৈঠকে এ নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে প্রথম বৈঠকে সব কিছুই সিল-মোহর পাবে তাও বলা সম্ভব নয়। আগামী দিনে আরও বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

স্বাধীনতা দিবসে

● প্রথম পাতার পর

আবেদনের বয়সসীমা ২৪ থেকে বাড়িয়ে ২৭ বছর করা হয়েছে। এছাড়া এস সি, এস টিদের জন্য ৫ বছর বয়সসীমার ছাড়ও থাকবে।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুসারে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে রাজ্যের সাজাপ্রাপ্ত আসামী যারা তাদের সাজার মেয়াদকালের ৬৬ শতাংশ সময় কাটিয়ে ফেলেছে এবং আচার আচরণ ভালো তাদের আগামী ১৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে মুক্তি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরকম ৫ জন আসামীকে দুটি পর্যায়ে ঐদিন মুক্তি দেওয়া হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে সচিব জানান, অন্যান্য দপ্তরের ন্যায় কারাদপ্তরের সমস্ত কাজকর্ম কাগজবিহীন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই দপ্তরের কিছু কাজকর্ম কাগজবিহীন করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভিক্টিম কম্পেনসেশন অ্যাক্টে ধর্ষণ, গার্হ্যস্থ হিংসা সহ বিভিন্ন অপরাধের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করছে দপ্তর। গত পাঁচবছরে বিভিন্ন অপরাধের শিকার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের তথ্য দিয়ে সচিব জানান, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৩৬ জনকে ২৭ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩১ জনকে ৭০ লক্ষ টাকা, ২০২০-২১ অর্থবর্ষে ১৩ জনকে ৪২ লক্ষ টাকা, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ৩৬ জনকে ৬৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ২৬ জনকে ৬৯ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের এখন পর্যন্ত ১৬ জনকে ৪৬ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। এই ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ডিবিটি-র মাধ্যমে প্রদান শুরু হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত আই জি (প্রিজন) অপূর্বকৃষ্ণ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪ নং বুথের বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্য শুনেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এদিন তিনি বলেন, গত লোকসভা নির্বাচনের থেকে ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বেশি ভোটে জয়ী করে মোদীকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাইছেন সাধারণ জনগন। তার জন্য প্রতিটি কার্যকর্তা নিজ নিজ বুথ এলাকায় সক্রিয় ভাবে দলীয় কর্মসূচি রুপায়ণ করতে হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এই প্রথম দেশের রাষ্ট্রনায়ক সাধারণ কার্যকর্তাদের একসাথে সম্বোধন করেছেন, যা আমাদের জন্য অনেক গর্বের বিষয়।

জাগরণ

● প্রথম পাতার পর

হলেন সিনিয়র সাংবাদিক সঞ্জীব দেব, মানস পাল, প্রণব সরকার ও এম বি বি ইউনিভার্সিটির রেজিস্টার সুমন্ত চক্রবর্তী। প্রতি বছর প্রয়াত হিরণ্ময় চক্রবর্তীর পরিবারের পক্ষ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহায়তায় এই দুটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৭ জুন।। মঙ্গলবার ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো বায়োলজি বিভাগ, মনোবিজ্ঞান বিভাগ এবং হিন্দি বিভাগে নব্য মানবতাবাদের প্রবক্তা তথা মহান দার্শনিক শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার তথা আনন্দমূর্তিজির বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা, যোগ মনোবিজ্ঞান ও নব্য-মানবতাবাদ এবং সাহিত্য (শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি জির দৃষ্টিভঙ্গি) বিষয়ে তিনটি বিশেষ আলোচনা সভা তথা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রো বায়োলজি বিভাগের। আলোচনায় মাইক্রো বায়োলজি বিভাগের প্রধান প্রফেসর শন রায় চৌধুরীর উপস্থিতিতে কলকাতা থেকে আগত আনন্দমার্গ প্রচারক সংঘের কেন্দ্রীয় জনসংযোগ সম্পাদক আচার্য দিব্যচেতানন্দ অবধূত, বিজ্ঞান এবং আধ্যাত্মিকতার উপর আনন্দ মূর্তি জির ধারণার উপর বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'আমরা যখন যুক্তির ভিত্তিতে কিছু করি এবং একই সাথে ''কারণ-ও-প্রভাব'' নীতির প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেই, তখন সেটা বিজ্ঞান। এই বিশ্বের সবকিছু এই ''কারণ এবং প্রভাব'' নীতির আওতায় আসে। উদাহরণস্বরূপ ''চিনি'' বস্তুটিকে ধরা যায়। এবার জেনে নিন চিনির কারণ কী? চিনির কারণ আখ।' ২০০০ বছর আগে, মহর্ষি কণাদ ''কারণ এবং প্রভাব'' তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। যা আধ্যাত্মিক অনুশীলন বিজ্ঞানের আওতায় আসে। তিনি আরও বলেন, মনের সৃষ্টির কথা। শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তির মতে, ''মন হল বস্তুর সৃষ্টি এবং বস্তু হল মহাজাগতিক মনের সৃষ্টি এবং মহাজাগতিক মন হল মহাজাগতিক চেতনার রূপান্তরিত রূপ।'' শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তি ওরফে শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকার একটি নতুন নীতি বা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন, যা ''মাইক্রোভিটাম'' নামে পরিচিত। এটি ইলেকট্রন ও প্রোটনের চেয়ে ক্ষুদ্রতম কণ। ''মাইক্রোভিটা''র অবস্থান এক্টোপ্লাজম বা ইলেকট্রনের মধ্যে। এটি একটোপ্লাজম বা ইলেকট্রনও নয়। বিজ্ঞানীর দায়িত্ব হল গবেষণার কাজ শুরু করা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো, যাতে এই তত্ত্ব থেকে মানবতা উপকৃত হয়।

পরবর্তী আলোচনাটি হয় মনোবিজ্ঞান বিভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড: নূতন কুমার থিঙ্গুজামের সভাপতিত্বে আচার্য দিব্যচেতনানন্দ আনন্দমুর্তিজীর যোগ ও মনোবিজ্ঞানে প্রদেয় দর্শনের উপর বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তজী মতে চার ধরণের মনোবিজ্ঞান রয়েছে - প্যারা সাইকোলজি, জেনারেল সাইকোলজি, বায়ো সাইকোলজি এবং এপেক্স সাইকোলজি। তিনি রহস্যবাদ এবং যোগব্যায়াম নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি আরও বলেন, এখানে যোগ মানে ''একীভূতকরণ''। একক মন যখন তার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব বজায় না রেখে মহাজাগতিক মনের মধ্যে মিশে যায়, তখন তাকে প্রকৃত যোগ বলে।

দিনের তৃতীয় আলোচনা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগে। হিন্দি বিভাগের প্রধান প্রোফেসর কে.সি ঝা''র সভাপতিত্বে আচার্য দিব্যচেতনানন্দ অবধূত শ্রী প্রভাত রঞ্জন সরকারের অন্যতম দর্শন ''নব্য মানবতাবাদ'' নিয়ে আলোচনা করেন। পবিত্রতা ও মর্যাদা বজায় রাখতে, সাহিত্যকে অবশ্যই একটি ছন্দ বজায় রাখতে হবে যা সমাজের গতিশীল স্রোতকে প্রতিফলিত করে। সাহিত্যের ভেতরের অনুভূতি কল্যাণকর। যারা শিল্পের স্বার্থে শিল্পকে ঘোষণা করেন তাদের রচনাকে সাহিত্য হিসেবে গণ্য করা যায় না। কিন্তু স্বার্থ শব্দের সেই দিকটি যা মানুষকে পরম সত্যের দিকে নিয়ে যায় সব যুগের এবং সব দেশের জন্য একই। তাই সাহিত্যই হল যা সমাজের সাথে একত্রে চলাফেরা করে এবং সেবার প্রেরণা দিয়ে সমাজকে প্রকৃত পরিপূর্ণতা ও কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। বিবৃতি শিল্পকলার জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বলা উচিত, সেবা ও জ্ঞ্রখদ্রত্মখ শিল্প। শ্রী পি.আর সরকারের মতে, মানবতার অন্তর্নিহিত চেতনা সমস্ত জীবিত ও নির্জীব বস্তুর মধ্যে বিস্তৃত, একে বলা হয় নব্য-মানবতাবাদ।

হিমালয়ের ইউনাম শৃঙ্গ জয় করে নজির গড়ল বঙ্গ তনয়া সঞ্চিতা কুন্ডু, গর্বিত শিল্পাঞ্চলবাসী

দুর্গাপুর, ২৭ জুন (হি. স.) কনকনে ঠান্ডা। তার মাঝে মধ্যে তুষারপাত। শৈলশিরা পেরিয়ে হিমালয়ের ৬১১১ মিটার শৃঙ্গ ইউনাম জয় করল বঙ্গ তনয়া পর্বতারোহী অন্ডালের সঞ্চিতা। সোমবার দিল্লীতে ফ্ল্যাগ ইন শিরোমনিতে তাকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া হয় প্রতিরক্ষা বিভাগের তরফে। তার এই সাফল্যে গর্বিত শিল্পাঞ্চলবাসী তথা গোটা পশ্চিমবঙ্গবাসী।

সঞ্চিতা কুন্ডু। বয়স ১৯ বছর। রানীগঞ্জ টিডিবি কলেজের দ্বীতিয় বর্ষের ছাত্রী। অন্ডাল দক্ষিনখন্ডের বাসিন্দা। ছোটো থেকেই ফুটবল সহ খেলাধূলায় ঝোঁক ছিল তার। আর তাই তার বাবা ১২ বছর বয়সে দুর্গাপুরে অ আ ক খ ক্লাবে ক্রীড়া প্রশিক্ষণে ভর্তি করে দেয়। সেখানে কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে খেলাধূলায় নিজেকে তৈরী করে তোলে। কঠিন পরিশ্রম একের পর সাফল্য এনে দেয় তাকে। এর আগে অন্ডাল ব্লকে ৫ কিলেমিটার ম্যারথন দৌড়ে দ্বিতীয় হয় সঞ্চিতা। দুর্গাপুরে ৫ হাজার মিটার ম্যারাথন দৌড়ে প্রথম হয় সে। এছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ৩ হাজার ও ৫ হাজার মিটার দৌঁড়ে প্রথম হয়েছে সঞ্চিতা। তারপর থেকে পর্বত আরোহণের আগ্রহ শুরু হয়। গত বছর হিমালয়ান মাউন্টেনিং ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে ১৭ হাজার ফুট পর্বত আরোহণের কোর্স ছিল। সেখানে সারা বিশ্ব পর্বতারোহনের প্রতিযোগিতা হয়। তাতে ১৭৫ জন পর্বতারোহী অংশ নিয়েছিল। যার মধ্যে ৩৩ জন ১৭ হাজার ফুটের চুড়ায় উঠতে পেরেছিল। ওই প্রতিযোগিতায় দ্বীতিয় হয় সঞ্চিতা। তারপর সম্প্রতি দিল্লিতে এনসিসির প্রশিক্ষণ শিবির ছিল সঞ্চিতার। গত ৬ মে শিবিরে যোগ দেয়। সেখানে শারিরিক পরীক্ষা পর ১৭ জুন মাউন্ট ইউনাম ভরতপুর অভিযানে অংশ নেয়। যার মধ্যে ১১ জন তরুনী ও ৮ জন তরুন ছিল। লক্ষ্য ছিল হিমালয়ের ৬১১১ মিটার উচ্চতা ইউনাম শৃঙ্গ জয়। জানা গেছে, দুটি দলে ভাগ করা হয়েছিল তাদের। প্রথম দল ১৬ জুন রাত্রে রওনা দেয়। পরদিন অর্থাৎ ১৭ জুন মাউন্ট ইউনামে পৌঁছায় তারা। দ্বীতিয় দলে ছিল সঞ্চিতা কুন্ডু। ১৭ জুন রাত সাড়ে ১১ টা নাগাদ সঞ্চিতাদের দল বেস ক্যাম্প থেকে রওনা দেয়। এবং পরদিন সকাল সাড়ে ৬ টা নাগাদ ইউনামের চুড়ায় উঠে জাতীয় পতাকা তুলে ধরে সঞ্চিতা। ইউনাম শৃঙ্গ মুলত হিমাচল প্রদেশে। মে জুন মাসেও তুষার ঝড় হওয়া প্রতিকুল পরিবেশ ছিল। সেকারনে রাত্রে পর্বতারোহন করা হয়। সঞ্চিতার ভাই অমিত পঞ্চম শ্রেনীতে পাঠ্যরত। মা শিউলি কুন্ডু গৃহবধু। বাবা জগন্নাথ কুন্ডু পেশায় জীবন বিমার এজেন্ট। জগন্নাথ বাবু সান্দাকফু ট্র্যাকিং করেছেন। বাবার কাছে অনুপ্রানিত সঞ্চিতা। সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে ফ্ল্যাগ ইন শিরোমনিতে ইউনাম জয়ীদের সম্বর্ধনা দেয় ভারতীয় সেনার তরফে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (রাষ্ট্র) অজয় ভট্ট। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কর্নেল তথা বিশিষ্ট সেনা মেডেল ডিজি গুরবির পাল সিং। সেখানে ইউনাম জয়ীদের হাতে সম্মান তুলে দেওয়া হয়।সঞ্চিতা জানায়,' ছোটো থেকেই খেলাধূলা আর ট্র্যাকিংয়ে আগ্রহ ছিল। বাবার কাছ থেকে পর্বতারোহনের অনুপ্রেরণা পেয়েছি। একাদশ শ্রেনীতে পড়ার সময় বিহারীনাথ ৯ হাজার ফুট, পরেশনাথ ১০ হাজার ফুট ট্র্যাকিং করেছি। তারপর এবারে এনসিসি প্রশিক্ষন থেকে ইউনাম শৃঙ্গ জয়। রাতের দিকে মাইনাস ৫ ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল। তার মধ্যে ইউনাম অভিযান ছিল খুব আনন্দের।'

সঞ্চিতা আরও জানায়,' আগামীদিনে ব্ল্যাক মাউন্টেন, সুরজতালের মত ছোট ছোট শৃঙ্গ, যেখানে কেউ যেতে চায় না, সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। এছাড়াও ভারতের দিক থেকে মাউন্ট এভারেস্টের চুড়ায় যাওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। আগামীদিনে সেনা অফিসার (এসএসবি) হতে চাই।' সঞ্চিতার বাবা জগন্নাথ বাবু জানান,' আমার স্বপ্নপুরণ করেছে মেয়ে। আমি খুব গর্বিত।' সঞ্চিতার ইউনাম শৃঙ্গ জয়ে গর্বিত আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলবাসী।

গ্রামবাসী

● প্রথম পাতার পর

কাঁদা জমে থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। অবরোধকারীদের অভিযোগ, এবিষয়ে পূর্ত দপ্তরে মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ করা হলেও রাস্তার সমস্যা সমাধানে কেউ কর্ণপাত করেননি। বিষয়টি একাধিক বার প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু রাস্তা সংস্কারের কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তাই, জনগণ বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার সকালে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ধর্মনগর-কদমতলা মূল সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করতে হবে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দুই ধারে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। তাতে যাত্রী দূর্ভোগ চরমে পৌঁছেছিল।

অবরোধের খবর পেয়ে প্রসাশনের পদস্থ আধিকারিকরা ছুটে গেছেন। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন এবং এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে আলোচনা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ওই আশ্বাসের ভিত্তিতে অবরোধ প্রত্যাহার করেন গ্রামবাসী।

মহিলা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তার বিরংদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। এই সফল অভিযানের নেতৃত্ব দেন কৈলাশহর থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর মিকেলা ডারলং এবং সাব ইন্সপেক্টর প্রতিভা সিনহা। উদ্ধার করা ব্রাউন সুগারের আনুমানিক মূল্য ৮০ হাজার টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। আটক মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জে ডিস্ট্রিক্ট ডে উদযাপন

করিমগঞ্জ (অসম) ২৭ জুন (হি.স.) : বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে করিমগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১লা জুলাই করিমগঞ্জ জেলা স্থাপনের ৪০ তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ডে ২০২৩' অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই দিবস পালনের মূল অনুষ্ঠান ৩০ জুন ও ১ লা জুলাই দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৩০ জুন সকাল ৮ টায় এক বাইসাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হবে। নেশা মুক্ত ভারত অভিযানের বার্তা নিয়ে এই রেলি করিমগঞ্জ সার্কিট হাউস থেকে এওসি পয়েন্ট পর্যন্ত যাবে এবং আবার সুভাষনগর রাস্তা হয়ে সার্কিট হাউসে ফিরে আসবে। ওই দিন বিকাল ৩ টা ৩০ মিনিটে থাকছে বিপিনচন্দ্র পাল স্মৃতিভবনে আলোচনা সভা বিষয়- করিমগঞ্জ : মহকুমা থেকে জেলা, যাত্রাপথের ইতিহাস।

এদিকে ডিস্ট্রিক্ট ডে উপলক্ষে এক স্মরণিকাও উন্মোচন করা হবে। রাত ৭ টায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে প্রদর্শনী মূলক ফুটবল খেলা। এদিকে ডিস্ট্রিক্ট ডে উদযাপন উপলক্ষে ১ লা জুলাই, শনিবার সকাল ৯ টায় জেলাশাসক কর্তৃক পতাকা উত্তোলন এবং পুলিশ বিভাগ থেকে গার্ড অফ অনার প্রদান। এরপর সকাল ৯ টা ১৫ মিনিটে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জেলাশাসক কার্যালয়ে প্রাঙ্গণ থেকে বের হবে যা শহরের মুখ্য সড়ক পরিক্রমা করে এওসি পয়েন্ট পর্যন্ত যাবে এবং আবার সুভাষ নগর রাস্তা হয়ে সার্কিট হাউসে ফিরে আসবে। এই শোভাযাত্রায় করিমগঞ্জ জেলাবাসিকে তাদের পারস্পরিক বেশভূষায় অংশগ্রহণ করে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে জেলা প্রশাসন থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

শোভাযাত্রার পর সার্কিট হাউস প্রাঙ্গন থেকে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত বেলুন ছাড়া হবে। এদিন সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত করিমগঞ্জ জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হবে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা। এই দিবস পালনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকাল ১১ টায় ১৬ তম বিএসএফ কমান্ডেন্টের পক্ষে মালেগড় স্মৃতিসৌধে শহীদদের শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হবে এবং বাংলাদেশের সাথে সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শনের উপহারস্বরংপ ওই দেশের জওয়ানদের হাতে মিষ্টি তুলে দেওয়া হবে। ওইদিনই বিকাল ৫ টায় জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে জেলা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। রাত ৮ টা ৩০ মিনিটে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম স্থল থেকে আকাশ বাতি ছেড়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।এদিকে করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট ডে উদযাপনের প্রাক্কালে ২৬ জুন থেকে ১ লা জুলাই পর্যন্ত জেলা বন আধিকারিক, সামাজিক বনানীকরণ বিভাগের পক্ষ থেকে বিএসএফের সহযোগিতায় সীমান্ত এলাকাগুলিতে ৫ দিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কার্যসূচী এবং করিমগঞ্জ পৌর এলাকা ও বদরপুর দুর্গের আশেপাশে এলাকায় বিশেষ সাফাই অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এদিকে ২৬ জুন স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় জেলার নেশা মুক্তি কেন্দ্রগুলিতে নেশা মুক্ত ভারত অভিযানে স্বাস্থ্য সচেতনতার শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাশাপাশি জেলার বিদ্যালয়গুলিতে সমবেতভাবে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের শপথ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে করিমগঞ্জের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শকের ব্যবস্থাপনায় জেলার বিদ্যালয় গুলিতে ২৭ জুন পেন্টিং প্রতিযোগিতা এবং ২৮ জুন 'করিমগঞ্জ দি প্রাইড অফ বরাক ভ্যালি' এই বিষয় নিয়ে রচনা প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছে। ওদিনই স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে অ্যানিমিয়ার উপর এক বিশেষ অভিযানও অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

স্পেশাল ট্রেন

● প্রথম পাতার পর

করার সময় আমবাসা, ধর্মনগর, নিউ করিমগঞ্জ, বদরপুর ও অরুণাচল (অসমের কাছাড় জেলায়) স্টেশনে স্টপেজ দেবে। ট্রেনটিতে যাত্রীদের জন্য একটি এসি চেয়ার কার, চারটি জেনারেল চেয়ার কার, একটি ভিস্তাডোম কোচ থাকবে।

প্রেসবার্তায় সব্যসাচী জানান, এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার আগে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় অল ত্রিপুরা সিকিউরিটি ফোর্সের ক্রসকান্টি অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুন।। অল ত্রিপুরা সিকিউরিটি ফোর্স আয়োজিত দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্থার ১৫ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষে রবিবার সকালে আয়োজিত এই দূরপাল্লার রোড রেসে পুরুষ ও মহিলা দুটো পৃথক বিভাগে প্রায় শতাধিক অ্যাথলেট অংশ নিয়েছিলেন। পুরুষ বিভাগে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের রোড রেসে সাই এসটিসি-র সৌরভ হোসেন প্রথম স্থান পেয়েছে। রানীর বাজার প্লে সেন্টারের মোবারক হোসেন এবং তনয় ভৌমিক যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে। মহিলা বিভাগে তিন কিলোমিটার দূরত্বের রোড রেসে খেলো ইন্ডিয়া-র লক্ষ্মীরানী ত্রিপুরা প্রথম স্থান পেয়েছে। এছাড়া, সাই এস টি সি-র অনামিকা দেবনাথ ও মৌমিতা শীল যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে যথাক্রমে ৫০০০, ৩০০০ এবং ২০০০ টাকা প্রাইজমানি প্রদান করা হয়। ওপেন একটি বিভাগে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রথমে ঘোষণা করা হলেও প্রতিযোগিতা শুরুর প্রাক্কালে অংশগ্রহণকারী এথলেটদের উৎসাহ দেখে উদ্যোক্তারা পুরুষ ও মহিলা দুটি পৃথক বিভাগের প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। অ্যাথলেটদের আরও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা তথা অল ত্রিপুরা সিকিউরিটি ফোর্স এর পক্ষ থেকে সমপরিমাণ অর্থ-রাশি প্রাইজমানি দেওয়া হয়। দুটি বিভাগে প্রতিযোগিতার দূরত্ব পৃথক ছিল বলে প্রথম অবস্থায় প্রাইজ মানির পরিমাণ কম-বেশি করার কথা জানানো হলেও পরবর্তী সময়ে উদ্যোক্তারা উভয় বিভাগে সমপরিমাণ প্রাইজমানি প্রদান করেন। খেলোয়ারদের উৎসাহ-বর্ধনের লক্ষ্যে বেসরকারি সিকিউরিটি সংস্থার এটি একটি শুভ উদ্যোগ বলা যেতে পারে।

সাফল্যের লক্ষ্যে বিগ বাজেটে দল গড়ছে লাইন বুলেটস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। প্রথমত ভালো খেলার লক্ষ্যে দল সাজাচ্ছে নাইন বুলেটস। দ্বিতীয়ত সাফল্যেরও টার্গেট রয়েছে। তাই বিগ বাজেটের দল গড়তে চলেছে বুলেটস এবার। সুপ্ত ইচ্ছা রয়েছে এ-ডিভিশনে উন্নীত হওয়ার। ইতিমধ্যে বহি: রাজ্যের বেশ কজন ফুটবলার কে দলে আনা হয়েছে। দুর্গাপুর থেকে এনেছেন সুমন্ত প্রামাণিক কে। আইজল ফুটবল ক্লাব থেকে জেমসকে ডিফেন্স মিডফিল্ডার, নেলভিনকে অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার, ৭ বছর আগে মোহনবাগানে খেলা বর্তমানে চানমারি এফসি থেকে যোসেফ এবং জ্যাকব স্ট্রাইকার হিসেবে, হায়দ্রাবাদ এফসি থেকে টুটুকে স্ট্রাইকার হিসেবে দলে আনা হয়েছে। জম্মুজলা ফুটবল ক্লাব থেকে মঙ্গল সিং ও মার গাঙ্গ রিয়াং কে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দলের পরিকাঠামো কতটুক পরিণত হয়েছে তা পরীক্ষা করার জন্য জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে। তাতে নাইন বুলেট ২-১ গোলে জয়ী হয়েছে। গোল করেছেন টুটু এবং রাজীব সাধন জমাতিয়া। দলের কর্মকর্তারা আশা করছেন এবার দল ভালো খেলবে এবং সাফল্য পেয়ে এ-ডিভিশনে উন্নীত হতে পারবে।

PNIT NO: 08/ePNIT/EE/RD/DIV/AMP/G/2023-24, Dated-22/06/2023

The Executive Engineer, RD Amarpur Division, Amarpur, Gomati District, Tripura invites e-Tender from eligible bidders upto 3.00 PM of 06/07/2023 for 2 (Two) nos. Materials Procurement Tender. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in or contact through e-mail:- eerdamarpurdivision@gmail.com., Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-1170/23

(Er. D, C. pamatia)
Executive Engineer
RD Amarpur Division

PNIeT No:-07/EE/DWS-I/2023-24 dated 23-06-2023

Single bid percentage rate e-tender is invited for 1(One) no. works viz. Labour charge for deployment of pump operators, skilled technicians, helpers etc. at different DTW schemes and 3 MGD, SWTP at Collegetilla Deadline for online bidding:-Up to 1500 hrs. of 14-07-2023
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For more details please visitwww.tripuratenders.gov.in.
For query please e-mail:dwsdivagartalal @gmail.com. ~

(For and on behalf of Governor of Tripura)

ICA/C-1167/23

(Er. D. Das Gupta)
Executive Engineer
Division Agartala-
Agartala, Tripura (W).

PNIe-T NO:- 13/EE-1/2023-24, Dated 23/06/2023

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on 14-07-2023 for 06 (Six) Nos. Maintenance work. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

ICA/C-1164/23

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
A if sT TRIPURA

NOTICE INVITING TENDER

Sealed quotations are herby Invited from the bonafide and resourceful SHG/VO/CLF for supplying and serving of cooked food like Tiffin, Lunch, Dinner and drinking water to the Office of the Block Mission Manager(BDO), Tripura Rural Livelihood Mission, Poangbari R.D.Block & Poangbari Mahila Cluster Bahumukhi Samabay Samiti Ltd, Sabroom, South Tripura during the purpose of Training/Meetings/Seminar/Workshop etc. BMMU- Poangbari who will arrange mandated activities within geographical boundaries of Poangbari R.D.Block. The items included in tender documents shall be provided by selected resourceful SHG providers for residential/non-residential training, meeting, workshop, orientation programs, briefing, debriefing sessions etc. This contract shall be valid for the period of 1 (One) year or 4,99,999/- whichever is less.
The tender box will be kept open for dropping of tender by the intending tender in the office chamber of the undersigned from 11 AM to 3.30 PM w.e.f.16.06.2023 to 03.07.2023 except Govt holiday & the tender will be opened on 04.07.2023 at 11.36 AM.
The details can be seen in the website www.trim.tripura.gov.in,

ICA/C-1162/23

(Tanmoy Debnath, TCS)
Block Mission Manager(BDO)
TRLM, Poangbari R.D.Block
Sabroom, South Tripura

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

On Behatf of the Hon'ble fish farmers, fishery co-operative society, Major carp fingerlings (Catla, Rohu,Mrig: below for distribution under different Pisci Kumarghat Sub- Division. governor of Tripura, e-tender (NIT) for following item are invited from Fishery based SHGs by the undersigned for procurement of al/Common carp or Mrigal & Common carp) as per details iculture schemes in different Blocks and Municipal area under

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity	Estimated Tender Value	Nacessary Dates & Time
No.F.3(8)-SF(KGT)/TENDER/LPC/2022-23/ 691	Indian Major Carp Fingerling (>7 cm to <10 cm)	8.3 Lakhs	10.00 Lakhs	Bidding Decument can be downloaded from 23/06/2023 at 15.00 hrs. Last Date of Online submission of e- tender: Up to 09/07/2023 till 15.00 hrs. Time as per clock time of e- procurement website https:tripuratenders.gov.in

All the future modifications /corrigendum shall be made available in the e- procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e- procurement web portal only.

ICA/C-1159/23

(B.K.CHAKMA)
SUPDT.OF FISHERIES,
KUMARGHAT SUB-DIVISION

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/23/2023-24 dated 22/06/2023

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura* on behalf of the 'Governor of Tripura', Invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.ACE/Project Unit/PWD Buildings/Elect/DNIT/04/2023-24	₹ 5,939,595.00	₹ 118,792.00	180 (one eight zero) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 13/07/2023 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 13/07/2023, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-1156/23

Executive Engineer,
Internal Electrification Division,
PWD (Buildings), Agartala, West Tripura

ভালো খেলার লক্ষ্যে ভারত রত্ন সঙ্ঘের প্রস্তুতি শুরু আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। লক্ষ্য মরশুমে ভালো খেলা। তা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার থেকে মাঠে নামবে ভারত রত্ন সঙ্ঘের ফুটবলাররা। কৌশিক রায়ের তত্বাবধানে। এবছর স্থানীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি দলে রয়েছে দারচুই, কিল্লা, আমবাসা, অম্পি এবং ধর্মনগর মহকুমার ফুটবলারা। চেষ্টা চলছে ভিনরাজ্য থেকেও ফুটবলার আনার। বৃহস্পতিবার নরসিংগড় মাঠে বা সুখময় স্কুল মাঠে হবে দলের অনুশীলন। যা আজ বিকেলে পরিস্কার হয়ে যাবে। ক্লাবের পক্ষ থেকে কৃষ্ণ সরকার এখবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ফুটবলপ্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়া আমাদের লক্ষ্য। তা মাথায় রেখেই সাজানো হয়েচে দল। আশাকরি হতাশ করবে না ফুটবলাররা'। জানা গেছে, কেভিন ডার্লং-রা এবছর নরসিংগড় ভারত রত্ন সঙ্ঘের জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন।

আমরা ক-জনা ম্যাচের তিন পয়েন্ট ইউ বি এস টি-র পকেটে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। তিন পয়েন্ট পেলো ইউ বি এস টি। আমরা ক'জনার বিরুদ্ধে। বিবেকানন্দ ক্লাবের বিরুদ্ধে ১৩ মিনিট পর দল তুলে নেওয়ায় আমরা ক'জনাকে ১ ম্যাচের জন্য বরখাস্ত করা হয়েছিলো। মঙ্গলবার ইউ বি এস টি-র বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিলো আমরা ক'জনার। কিন্তু ১ ম্যাচের জন্য হরিপূর্ণ জমাতিয়ার দল আমরা ক'জনা বরখাস্ত হওয়ায় না খেলেই ম্যাচ থেকে পুরো ৩ পয়েন্ট এবং ২ গোল পেলো ইউ বি এস টি। মঙ্গলবার সকালে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ছিলো ম্যাচটি।

সি-ডিভিশন : আনন্দ ভবনকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ জম্পুইজলা এফসি-র

জম্পুইজলা: ২ আনন্দ ভবন: ১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। মরশুমে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাব। প্রথম ম্যাচে ড্র, দ্বিতীয় ম্যাচে হারের পর তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ তাদের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে। গ্রুপ লীগের পরবর্তী দুটি ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেলে হয়তো মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে। তবে এর জন্য অবশ্যই পরবর্তী ম্যাচগুলোর দিকে নজর রাখতে হবে। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সি ডিভিশন লিগ ফুটবলের গ্রুপ এ-র খেলায় ফুটবল ক্লাব দুই-এক গোলের ব্যবধানে আনন্দ ভবনকে পরাজিত করেছে। বিজিত আনন্দ ভবনের পক্ষে এটি চলতি গ্রুপ লিগ ফুটবলে প্রথম পরাজয়।

প্রথম ম্যাচে এনএস আরসিসি-র সঙ্গে ড্র-এর পর দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছিল ইকফাই ফুটবল ক্লাবকে ৫-১ গোলে হারিয়ে। আজ, মঙ্গলবার জম্পুইজলার কাছে হেরে আনন্দ ভবনকে কিছুটা পিছিয়ে পড়তে হয়েছে।

স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলের খেলা শুরুতেই ৪ মিনিটের মাথায় সুখদয়াল জমাতিয়ার গোলে জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাব ১-০তে এগিয়ে যায়। তবে ২৩ মিনিটের মাথায় আনন্দ ভবনের নয়ন বিল মলসুম গোলটি শোধ করে খেলায় সমতায় ফিরিয়ে আনে।

আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রথমার্ধের খেলা সেই এক-এক গোলে ড্র-তে শেষ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই দুদলের খেলোয়াররা গোলের সন্ধানে যথেষ্ট চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত ৬০ মিনিটের মাথায় জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাবের কাঙকিয়ামনি কলই একটি গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দুই-এক করে নেয়।

পরবর্তী সময়ে দুদলের খেলোয়াড়রা ক্রমশ চেষ্টা করে গেলেও চতুর্থ গোলের সন্ধান কেউ দিতে পারেনি। তবে অন্তিম সময়ে জম্পুইজলা ফুটবল ক্লাবের রাকেশ জমাতিয়াকে রেফারী হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, অরিন্দম মজুমদার, আদিত্য দেববর্মা ও সুকান্ত দত্ত। দিনের খেলা: বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সাই এসটিসি বনাম ওরিয়েন্টাল ফুটবল ক্লাব।

একদিনের বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচিত হল মহাকাশে, শুরু ট্রফি ট্যুর

মুম্বাই, ২৭ জুন(হি.স.) : সেপ্টেম্বরে ভারতে হতে চলা একদিনের বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচিত হয়েছে মহাকাশে।এই প্রথমবারের মতো পৃথিবীর বাইরে গিয়ে বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন করেছে আয়োজক দেশ ভারত। এরপর সেখান থেকে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে অবতরণ করানো হয়েছে বিশ্বকাপ ট্রফিটি। ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি জানিয়েছে , পৃথিবী থেকে এক লাখ ২০ হাজার ফুট উপরে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে উন্মোচিত হয়েছে ট্রফিটি। এমনকি আজ মঙ্গলবার জানানো হতে পারে বিশ্বকাপের চূড়ান্তসূচি এবং আজ থেকেই শুরু হবে ১০০ দিনের কাউন্টডাউন। সেই সঙ্গে আইসিসি জানিয়েছে, আজ থেকেই শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ ট্রফি ট্যুরও।

ট্রফি ট্যুর ২৭ জুন থেকে:
আজ থেকে ট্রফি ট্যুর শুরু হবে। কুয়েত, বাহরাইন, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, নাইজেরিয়া, উগান্ডা, ফ্রান্স, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আয়োজক দেশ ভারত সহ বিশ্বের ১৮টি দেশে ট্রফি ভ্রমণ করবে।
একনজরে ট্রফি ট্যুরের সম্পূর্ণ সময়সূচী:
২৭ জুন — ১৪ জুলাই: ভারত
১৫ — ১৬ জুলাই:নিউজিল্যান্ড
১৭ — ১৮ জুলাই: অস্ট্রেলিয়া
১৯ — ২১ জুলাই: পাপুয়া নিউ গিনি
২২ — ২৪ জুলাই: ভারত
২৫ — ২৭ জুলাই: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
২৮ — ৩০ জুলাই: ওয়েস্ট ইন্ডিজ
৩১ জুলাই — ৪ আগস্ট পাকিস্তান
৫-৬ আগস্ট: শ্রীলঙ্কা।
৭-৯ আগস্ট: বাংলাদেশ।
১০-১১ আগস্ট: কুয়েত
১২-১৩ আগস্ট: বাহরাইন
১৪-১৫ আগস্ট: ভারত
১৬-১৮ আগস্ট: ইতালি
১৯-২০ আগস্ট: ফ্রান্স
২১-২৪ আগস্ট: ইংল্যান্ড
২৫-২৬ আগস্ট: মালয়েশিয়া
২৭-২৮ আগস্ট: উগান্ডা
২৯-৩০ আগস্ট: নাইজেরিয়া
৩১ আগস্ট — ৩ সেপ্টেম্বর: সাউথ আফ্রিকা
৪ সেপ্টেম্বর থেকে: ভারত।

প্রীতি ক্রিকেটে জয় অব্যাহত এএমসি রিক্রিয়েশন ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। জয়ের ধারাবাহিকতা অব্যাহত আগরতলা পুর নিগমের রিক্রিয়েশন ক্লাবের। সোমবার প্রগতি বিদ্যাভবনের মাঠে এ এমসির দল মুখোমুখি হয় প্রগতি প্লে সেন্টারের অভিভাবকদের। যদি ও অভিভাবকদের মধ্যে দুজন তরুণ ক্রিকেটার ও ছিল। এই প্রীতি ম্যাচে আগরতলা পুর নিগমের রিক্রিয়েশন টিম ৭ উইকেটের ব্যবধানে জয় হাসিল করে নেয়। রোদ বৃষ্টির দোলা চলের মধ্যেই সম্পন্ন হলো ম্যাচটি। টসে জয়লাভ করে প্রগতি প্লে সেন্টারের অভিভাবকরা প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ১৬ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে তারা সংগ্রহ করে ১০৪ রান। বল হাতে পুর নিগমের পক্ষে লিটন দুর্দান্ত বোলিং করেন। এছাড়া অধিনায়ক অসিত দেববর্মা, আনোয়ার, রাজেশ, রমজানরা ও ভালো বোলিং করেন। জয়ের জন্য পুর নিগমের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১০৫ রানের।

যাকে তাড়া করতে নেমে দল ১৩.১ ওভারেই প্রয়োজনীয় রান হাসিল করে নিলো। ব্যাটে পুর নিগমের পক্ষে শুভরাজ উল্লেখ যোগ্য মেজাজে ২৯ রান করেন। এছাড়া অসিত, কালা মিয়া এবং লিটন দলের পক্ষে ভরসা সূচক রান করার ফলে প্রগতির বোলিং আখেরে কোনো কাজেই আসে নি।

সুবাদে জয় হাসিল করে মাঠ ছাড়লো আগরতলা পুর নিগমের রিক্রিয়েশন ক্লাব।

আমবাসায় টি-২০ ক্রিকেট জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। নিজেদের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়েছিলো দুদলই। ফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে এগিয়ে যেতে দুদলই আজ চাইছে। ওই অবস্থায় বুধবার মুখোমুখি হবে যুব সমাজ ক্লাব এবং ভি কে নগর। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র টি-২০ ক্রিকেটে। দশমীঘাট মাঠে হবে ম্যাচটি। আসরের প্রথম ম্যাচে কুলাই স্পোর্টস দলকে পরাজিত করেছিলো ভি কে নগর এবং যুব সমাজ ক্লাব। আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে যুব সমাজ ক্লাব।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সুবিধাভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, খোয়াই আর ডি ব্লকের আওতাধীন ২৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন পাড়ায় PMAY-G সুবিধাভোগীদের তালিকায় আপনাদের নাম নাভিভুক্তা আছে । কিন্তু নিম্নে উল্লেখিত ৩০ (ত্রিশ) জন সুবিধাভোগীদের স্বরজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে দেখা যায় যে আপনাদের নাম বিভিন্ন কারনে PMAY-G তালিকা থেকে বাদ যাবে ।

তাই এই পত্রিকার মাধ্যমে আপনাদের অবগত করা যাইতেছে যে ,এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়া ২ (দুই) দিনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণনাদি নিয়ে খোয়াই আর ডি ব্লকে এসে ঘর পাওয়ার জন্য আবেদন করুন। অন্যথায় আপনাদের নাম PMAY-G নামের তালিকা থেকে অপসারণ করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হবে এবং পরবর্তীকালে PMAY-G ঘর পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না । নামের তালিকা বিস্তারিত তথ্য গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস গলিতে ছুটির দিন বাদে অন্য দিন গুলির সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪ টার মধ্যে পাওয়া যাবে।

SL.No.	Name Beneficiary	Father/Husband Name	PMAYG ID	Name of GP
1	Anita Das	Pradip	TR131961096	Laxminarayanpur GP
2	Amrita Das	Nikunja	TR129564109	Laxminarayanpur GP
3	Parbati Das	Bipad	TR131923090	Laxminarayanpur GP
4	Radha Rani Sarkar	Hari Sarkar	TR132402728	Laxminarayanpur GP
5	Shikha Nandi	Nirmal Nandi	TR132408030	Laxminarayanpur
6	Sudangshu Debnath	Srish	TR125551684	Purba Chebri GP
7	Shiuli Debnath	Parimal	TR123215535	Purba Chebri GP
8	Chitta Ranjan Debnath	Ashwani	TR122753440	Purba Chebri GP
9	Anita Debnath		TR126627669	Purba Chebri GP
10	Gita Rani Debbarma		TR137331584	Sepaihour GP
11	Archana Sarkar Debbarma		TR125884102	Sepaihour GP
12	Budhi Debbarma		TR126905492	Sepaihour GP
13	Rusmi Debbarma		TR126904290	Sepaihour GP
14	Matilal Rudra Paul	Judhistir	TR137261435	Uttar Chebri GP
15	Kumud Chandra Paul		TR124123416	Uttar Chebri GP
16	Anjan Debnath		TR137153992	Santinagar GP
17	Ratan Tanti	Dukha	TR124440934	Santinagar GP
18	Priyatosh Debbarma	Rati Ranjan	TR126150616	Santinagar GP
19	Piyari moy Debnath	Kamini	TR140204252	Santinagar GP
20	Ratna Debnath	Govinda	TR137157167	Santinagar GP
21	Sayata Debbarma	Sona Charran	TR137150751	Santinagar GP
22	Sumitra Debbarma	Pranab	TR137153280	Santinagar GP
23	Swarnalata Debbarma	Pijush	TR140817188	Santinagar GP
24	Anjana Debbarma	Khagendra	TR137152125	Santinagar GP
25	Dipali Debnath Tanti	Dukha	TR127155533	Santinagar GP
26	Kutti DeyBanik	Narrtam	TR125347822	Dakshin Singhicherra GP
27	Narayan Nath	Ramesh	TR125488444	Dakshin Singhicherra GP
28	Shilpi Dutta	Kartik Dutta	TR124468679	Sonatala GP
29	Gopesh Debnath		TR124815243	Madhya Ganki GP
30	Dhirendra Tanti	Nabaghana	TR137129162	Madhya Ganki GP

ICA/D-493/23

(Abhijit Das)
Block Development Officer
Khowai RD Block

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

আমার বুথ সবচেয়ে মজবুত কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা সহ বিজেপির কর্মীরা। ছবি নিজস্ব।

একই রাতে চারটি গবাদি পশু চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। রাতের আঁধারে হাত সাফাই করল চোরের দল।সোমবার গভীর রাতে গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের পৃথক স্থানে দুটি গৃহস্থের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়ে মোট চারটি গবাদি পশু নিয়ে পালিয়েছে।ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গোলাঘাটি বিধানসভায় কসবার বাইদ্যার দীঘি এলাকার বাসিন্দা জ্যোৎস্মা ভৌমিকের বাড়িতে চোরের দল সোমবার গভীর রাতে হানা দিয়েছে। গতকাল রাত আনুমানিক ৩টা নাগাদ চোরের দল তিনটি গবাদি পশু নিয়ে পালিয়েছে। আজ সকালে বাড়ির লোকজন গবাদি পশু দেখতে না পেয়ে পুলিশকে খবর পাঠিয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

অন্যদিকে, সিপাহীজলা ঘোষপাড়ার বাসিন্দা মৌটুসী দাসের বাড়িতে গতকাল রাতে চোরের দল হানা দিয়ে একটি গবাদি পশু নিয়ে পালিয়েছে। খবর পেয়ে আজ সকালে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

পুরাতন মোটরস্ট্যান্ডে পরিত্যাক্ত হোটেলে অগ্নিকান্ড, অল্পতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। সোমবার রাতে পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় একটি পরিত্যক্ত হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। তবে দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন বেশিদূর গড়াতে পারেনি। রাজধানীর আগরতলা শহরের পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকার অলিগলিতে নেশাখোর ও নেশা কারবারিদের আড্ডাখানা প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েই তারা তাদের অসামাজিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকার একটি পরিত্যক্ত হোটেলে প্রতিনিয়তই তারা আড্ডা জমায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি পূর্ব থানার পুলিশের নজরেও আনা হয়েছে। সোমবার রাতে ওই পরিত্যক্ত হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন দেখে স্থানীয় লোকজনরা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জোয়ানরা ছুটে এসে আগুন আয়তে আনে। ফলে বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এই ঘটনার পর স্থানীয় মানুষজন পুলিশের দিকেও আঙ্গুল তুলেছেন। পূর্ব থানার নাকের ডগায় প্রতিনিয়ত নেশাখোর ও নেশা কারবারিদের আড্ডা জমলেও পুলিশ কেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হচ্ছে না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করলে এলাকার পরিবেশ এভাবে কলুষিত হতো না বলে তাদের দাবি।

কাল বিলোনীয়ায় মহামায়া কালী মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ জুন।। আগামী ২৯ শে জুন বৃহস্পতি বারবিলোনিয়া মহামায়া কালী মন্দিরের দ্ধার উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে ধর্ম প্রান মানুষের জন্য। প্রায় নব্বই লক্ষ টাকা ব্যায়ে মহামায়া কালীবাড়ি নির্মাণ করা হয় কলকাতা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির আদলে। ১৯৫৪ সনে দক্ষিণ মির্জাপুরে মহামায়া কালী বাড়ি প্রতিষ্ঠা হয়। দীর্ঘ কয়েক দশকের পর মহামায়া কালীবাড়ি নতূন রূপে, নতূন আঙ্গিকে সেজে উঠলো এলাকারই যুবক রাজু নাথের প্রচেষ্ঠায়। এই রাজু নাথ শাসক দলের দক্ষিণ জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক। একদিকে রাজু নাথের প্রচেষ্ঠা আর অন্যদিকে ধর্ম প্রান মানুষের সহযোগীতার ফলে বিলোনিয়া শহর সংলগ্ন এক প্রান্তে মহামায়া কালীবাড়ি নতূন আঙ্গিকে সেজে উঠেছে বলে অভিমত এলাকাবাসীদের। এই মহামায়া কালীবাড়ির দ্ধারোঘাটন হতে যাচ্ছে আগামী ২৯ শে জুন বৃহস্পতিবার। এই দ্ধারোঘাটন সমারোহে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা ও প্রাক্তন বিধায়ক সুবল ভৌমিককে আমন্ত্রন জানানো হয় বলে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানালেন মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে এলাকার যুবক রাজু নাথ। বিলোনিয়া দক্ষিণ মির্জাপুর স্থিত মহামায়া কালিবাড়ি প্রাঙ্গনে মঙ্গলবার আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন। এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহামায়া কালীবাড়ি কমিটির পক্ষ থেকে রাজু নাথ বলেন, একটি খবরের কাগজে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উপর প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে বলেন, মহামায়া কালীবাড়ি নির্মাণ নিয়ে একটি গোষ্ঠি কুৎসা অপপ্রচার চালাচ্ছে সংবাদ মাধ্যমকে দিয়ে সেটা সম্পুন্ন ভিত্তিহীন। পাশাপাশি মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে রাজু নাথ বলেন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষদের কাছে আবেদন রাখেন দ্ধারোঘাটন সমারোহে সামিল হয়ে অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও স্বার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত যাতে বাড়িয়ে দেয়। এই দিনের আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মহামায়া কালীবাড়ি কমিটির পক্ষ থেকে রাজু নাথ, রাজীব দত্ত সহ এলাকার বিশিষ্ট গুনী জন।

জনজাতিদের কল্যাণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। জনজাতি অধ্যষিত এলাকার সার্বিক বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। জনজাতিদের কল্যাণে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্যে কা'নপুর মহকুমায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। আজ কা'নপুর মহকুমায় উন্নয়ন কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনাসভায় জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা একথা বলেন। কা'নপুর রাজস্ব ডাকবাংলোর সভাকক্ষে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রীর সভাপতিত্বে আজ এই পর্যালোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী কা'নপুর মহকুমায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, পূর্ত, বিদ্যৎ, বন, গ্রামোন্নয়ন, ক'ষি, উদ্যানপালন ও মৎস্য দপ্তরের রূপায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির খোঁজখবর নেন। সভায় মহকুমার সার্বিক বিকাশে আগামীদিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়।

সভায় জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক জনপদগুলিতে পানীয়জল ও বিদ্যৎ পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়াও গুণগত শিক্ষার সম্পসারণ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার বিকেন্দ্রীকরণেও সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে। তিনি বলেন, কা'নপুর মহকুমার যেসব এলাকায় এখনও বিদ্যৎ পরিষেবা পৌঁছায়নি সেখানে সৌরশক্তির সাহায্যে বিদ্যৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও এই মহকুমায় একটি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলও নির্মাণ করা হবে। পর্যালোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন এমডিসি বিদ্যৎ দেববর্মা, এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, এমডিসি স্বপা রাণী দাস, মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যানগণ, মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক ও বিডিওগণ।

স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী সংগ্রহের লক্ষ্যে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ডিজিট্যাল ডিস্ট্রিক্ট রিপোজিটরি প্রকল্পে স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও ঘটনার কাহিনী সংগ্রহের লক্ষ্যে আগামী ২৯ জন আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এবং অমৃত কাল কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর ও দেশের ইতিহাস, সংস্ক'তি ও সাফল্যের উপর আলোকপাত করতে ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সংগ্রামের সাথে জড়িত বহু অজানা হিরোদের কাহিনী দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তুলে আনতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই শুরু হয়েছে ডি ডি আর প্রকল্প। ভারত সরকারের সংস্ক'তি মন্ত্রকের অধীন সংস্থা সেন্টার ফর কালচারাল রিসোর্সেস এণ্ড ট্রেনিং-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এরকম ৫০০০টি কাহিনী সংগ্রহ করার জন্য। তাই সিসিআরটি'র গৌহাটিস্থিত আ'লিক কেন্দ্র এই একদিবসীয় কর্মশালার আয়োজন করেছে। ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, লেখক, গবেষক, আধিকারিক, সংস্ক'তি কর্মী যারা এরকম কাজ হাতে নিতে ইচ্ছক তাঁরা এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মোট আসন সংখ্যা ১০০।

বিদ্যুতের ছোবলে গুরুতর আহত নিগমের কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। বৈদ্যুতিক কাজ সেরে নামার পথে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত এক বিদ্যুৎ কর্মী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া বিদ্যুৎ নিগমের অধীন তেলিয়ামুড়া বাজার চৈতন্য আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার। জানা গেছে, বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীরা চৈতন্য আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় বৈদ্যুতিক তারের কাজ করছিল। বৈদ্যুতিক তারের কাজ শেষ করে বিদ্যুৎ কর্মী বিধু দেববর্মা নিচে নামার পথে ও আচমকা বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয় এবং মাটিতে পড়ে যায়। বিদ্যুৎ দপ্তরে অন্যান্য কর্মীরা কাল বিলম্ব না করে নিয়ে আসে তেলিয়ামূড়া মহকুমার হাসপাতালে। হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়।। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে জিবিপি হাসপাতালে।

করবুকে মাদক দ্রব্য পাচার ও মাদক বিরোধী আলোচনাসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। করবুক মহকুমা প্রশাসন এবং মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে গতকাল মাদক দ্রব্য পাচার ও মাদক বিরোধী এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উপলক্ষ্যে করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক সঞ্জয় মানিক ত্রিপুরা। আলোচনায় তিনি যুব সমাজের উপর ড্রাগসের আসক্তি ও তার কুপ্রভাব সকলের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এর থেকে নিস্তার পেতে সমাজের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এছাড়া অনুষ্ঠানে অবৈধ ভাবে মাদক দ্রব্য পাচার এবং তা ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন মারণ ব্যধির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন করবুক ব্লক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রণব কুমার ত্রিপুরা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমনজয় রিয়াং, ডিসিএম অরজিৎ দেববর্মা, মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ হেমন্ত রিয়াং, বিদ্যালয় পরিদর্শক দামোদর ত্রিপুরা প্রমুখ। এই আলোচনাসভায় করবুক পাঞ্জিহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সহ মহকুমা এলাকার বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

নেশার বিরুদ্ধে কল্যাণপুর থানার ভূমিকায় অসন্তুষ্ট জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ জুন।। কল্যাণপুর থানার প্রতি আস্থা হারিয়ে এবার মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের শরণাপন্ন সচেতন এলাকাবাসীরা। ঘটনা মঙ্গলবার। উল্লেখ্য বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত বেশ কিছু এলাকা থেকে নানা সময়ে নেশার বাড়বাড়ন্তের অভিযোগ উঠে আসছিল। একাধিক ক্ষেত্রে পুলিশী অভিযানের নামে এক প্রস্থ নাটক একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে। পুলিশ নিজে থেকে নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যাবস্থা গ্রহণ না করায় সচেতন এলাকাবাসীরা সংঘবদ্ধ ভাবে প্রতিবাদে প্রতিরোধে শামিল হয়েছে। এরই মধ্যে কল্যাণপুর থানাধীন দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রামের সচেতন মানুষজন পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে কল্যাণপুর থানার একাধিক পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে রীতিমতো অভিযোগ জানালেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে মঙ্গলবার।এলাকাবাসীদের বক্তব্য হচ্ছে, কল্যাণপুর থানার এস.আই প্রেমজিৎ রায় সহ একাধিক পুলিশ কর্মীদের সাথে এলাকার পরিচিত নেশা কারবারিদের দহররম মহরম সম্পর্ক রয়েছে, রাত বিরেতে পুলিশের সাথে নেশা কারবারীদের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে বলেও এলাকাবাসীদের অভিযোগ। সাধারণ মানুষরা চাইছে এলাকার পরিবেশ ঠিক রাখতে নেশার ভয়াবহতা থেকে যেন দূরে থাকে যুব সমাজ। কিন্তু তারা এই সময়ের মধ্যে কল্যাণপুর থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যথেষ্ট সন্ধিহান হওয়ায় মঙ্গলবার মহাকমা পুলিশ আধিকারিক প্রসূন কান্তি ত্রিপুরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রীতিমতো পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানালেন এলাকাবাসীরা। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সরাসরি কিছু না বলেও এই বিষয়টা নিয়ে যে আগামী দিনে অনেকটাই জলঘোলা হবে তার ইঙ্গিত কিন্তু আজ অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে যদি এ ব্যাপারে ব্যাবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে এলাকার স্বার্থে,সমাজের স্বার্থে তারা বৃহত্তর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় বয়কটের মুখে আদিবাসী তরুণীর পরিবার

রামপুরহাট, ২৭ জুন (হি. স.) বিজেপি প্রার্থী হওয়ায় এক আদিবাসীর তরুণীর পরিবারকে এক ঘরে করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বাধা দেওয়া হচ্ছে প্রচারে। এমনকি গায়ের জোরে পুকুরের মাছও ধরে নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রশাসন তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের ময়ূরেশ্বর ১ নম্বর ব্লকের মল্লারপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর আসনে ইন্দ্রডাঙ্গাল গ্রামে থেকে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নমিতা সোরেন। মল্লারপুর টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী নমিতা এবারই প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ওই আসনে তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন সরস্বতী মুর্মু। অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা গ্রামে ঢুকে সবাইকে শাসিয়ে গিয়েছে। বিজেপি প্রার্থীকে এক ঘরে করার নিদান দিয়েছে তারাই। এই মর্মে বিডিও-র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নমিতা। তিনি বলেন, "মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর থেকে তৃণমূল প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিয়ে আসছিল। কিন্তু তাদের দাবি মেনে না নেওয়ায় এবার আমাদের এক ঘরে করে রেখেছে। আমাদের পুকুরের মাছ ধরে নিচ্ছে। প্রচারে বের হতে দিচ্ছে না। দেওয়াল লিখন মুছে দিচ্ছে। আমি গণতন্ত্র উৎসবে আমি প্রথম ভোটার। কিন্তু তৃণমূলের অত্যাচারে তিক্ত অভিজ্ঞতা হল। এটা স্মরণীয় হয়ে থাকবে"।

বিজেপির ময়ূরেশ্বর ১ ব্লক মণ্ডল সভাপতি শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়, "এটা মধ্যযুগীয় বর্বরতা। প্রার্থী ও তাঁর পরিবারকে পুকুরে নামতে দেওয়া হচ্ছে না। পানীয় জল নিতে দিচ্ছে না। তৃণমূল ওই সংসদে হারছে জানতে পেরেই এসব নোংরামি করছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি। প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব"।তৃণমূল প্রার্থীর স্বামী জিতু সোরেন অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "ওরা দেওয়াল লেখেনি। মোছার অভিযোগ ঠিক নয়। প্রচার করার স্বাধীনতা সবার আছে"।বিডিও অর্ঘ্য গুহ বলেন, "বিষয়টি দেখার জন্য পুলিশকে বলা হয়েছে। তাছাড়া আমরা যখন গ্রামে গ্রামে যাব তখন ওই প্রার্থী মানসিক আস্থা ফেরানোর চেষ্টা করব"।

পথ দুর্ঘটনায় জখম ২ টোটো যাত্রী

বাসন্তী, ২৭ জুন (হি. স.) মঙ্গলবার সকালে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন দুই টোটো যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী ঝড়খালি রোডের সুন্দরবন স্কুল মোড়ের কাছে। আহতদের মধ্যে রয়েছে জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান আয়ুব আলি মোল্লা ও তাঁর ছেলে নাজিমুল মোল্লা।

এদিন সকালে আয়ুব ও নাজিমুল নিজেদের টোটোয় চেপে বাসন্তী বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন, সেই সময় একটি পিক আপ ভ্যান দ্রুত গতিতে এসে তাঁদের টোটোতে ধাক্কা মারে। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচেন বাবা ও ছেলে। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁদেরকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদেরকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পিক আপ ভ্যানের চালককে আটক করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি

জয়নগর, ২৭ জুন (হি. স.) রাতের অন্ধকারে আবারও দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটলো দক্ষিন ২৪ পরগনার জয়নগর থানা এলাকার গৌর হাট বাজার সংলগ্ন একটি গহনার দোকানে। প্রায় আড়াই লক্ষ টাকার মূল্যের জিনিস লুট হয়েছে বলে অভিযোগ গহনার দোকানের মালিকের।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রাত ১টা নাগাদ গহনার দোকানের সাটার ভেঙে, ভিতরে ঢুকে লোহার সিন্দুক ভেঙে আড়াই লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সোনা ও রুপার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় ৮-১০ জনের এক সশস্ত্র ডাকাত দল। যাওয়ার সময় দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে চলে যায় তারা। খবর পেয়ে পরে ঘটনাস্থলে আসে জয়নগর থানার পুলিশ। এ প্রসঙ্গে ঐ সোনার দোকানের মালিক লক্ষণ নস্কর জানিয়েছেন ওই সময় দু একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার ছিলেন সেখানে, ডাকাতরা তাদেরকে মারধর করে মুখ হাত বেঁধে রেখে তাদের সামনেই এই কাজ করে। তিনি বলেন, "আমি চাই পুলিশ এই দুষ্কৃতীদের যেন দ্রুত গ্রেফতার করে। যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে তার জন্য পুলিশি পাহারা এই এলাকায় যাতে বাড়ানো হয় সেই দাবি জানাই।"

অনুষ্ঠিত হল জিকে স্টুডিওর এন্টারটেইনম্যান্ট ভেনচার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও জিকে স্টুডিও আয়োজন করেছে এন্টারটেইনম্যান্ট ভেনচার্স। ২২ জুন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। অডিশনে ১২৭ জন ছেলেমেয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে। ৩৫জনকে ফাইনালের জন্য বাছাই করা হয়। গৌতম কর্মকারের নেতৃত্বে তাদের গ্রুমিং সেশন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি এবং বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টলিউডের বিখ্যাত অভিনেত্রী আসমি ঘোষ। মিস্টার ত্রিপুরা খেতাবপ্রাপ্ত রূপক বিশ্বাস এবং মিসেস ত্রিপুরা খেতাব প্রাপ্ত স্নিগ্ধা সেন।

সংস্কৃতির বিকাশে উপদেষ্টা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ জুন।। ক্রীড়া ও সংস্ক'তি ক্ষেত্রে রাজ্যের ছেলেমেয়েদের প্রতিভার অভাব নেই। তাদের প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য উপযুক্ত ম' প্রয়োজন। রাজ্য সরকার রাজ্যের ছেলেমেয়েদের প্রতিভা বিকাশে উদ্যোগ নিয়েছে। সংস্ক'তির বিকাশে সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটিরও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। আজ নবগঠিত রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির প্রথম সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এই সভায় রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুবত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভ-াচার্য, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস এবং উপদেষ্টা কমিটির সদস্য/সদস্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সাংস্ক'তিক পরিমণ্ডল বিকশিত হলে সমাজ ও রাজ্যের বিকাশ তরান্বিত হয়। আমাদের রাজ্যে জাতি জনজাতিদের সমৃদ্ধ ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি রয়েছে। রাজ্যের জাতি জনজাতির চিরাচরিত ক'ষ্টি সংস্ক'তিকে আরও বেশী করে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। আধুনিক এই সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে জাতি জনজাতিদের সাংস্ক'তিক পরিবেশনায় চিরাচরিত বিষয়গুলি অক্ষুন্ন রেখে গবেষনার মাধ্যমে আরও কিভাবে সৃজণশীল করা যায় সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের বাইরের প্রাঙ্গনে সপ্তাহে দুদিন বিভিন্ন কর্মসূচি আগামীদিনে গ্রহণ করা হবে। তাতে আগরতলার বাইরের শিল্পীদের এনে সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলে শিল্পীদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় রাজ্যে শা'ীয় সংগীতের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু শা'ীয় সংগীতের এই ধারা লুপ্তপ্রায় হয়ে যাচ্ছে। সভায় রাজ্যে শা'ীয় সংগীতের বিকাশে মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের শিল্পীদের মধ্যে সবসময় নতুন কিছু সৃষ্টি করার তাগিদ থাকে। রাজ্যের সাংস্ক'তিক বিকাশে আগামীদিনেও নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা নিয়ে রাজ্যের শিল্পীরা এগিয়ে আসবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী সাংস্ক'তিক দিক থেকে রাজ্যে 'ত্রিপুরা ঘরানা' গড়ে তোলার উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী দপ্তরের সাংস্ক'তিক কর্মকাণ্ডের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি ও নতুন উদ্যোগসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় মূল ১৩টি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়। সচিব জানান, চলতি অর্থবছরে দপ্তর তার বার্ষিক কালচারাল ক্যালেণ্ডারের মাধ্যমে ১০৪টি সাংস্ক'তিক ইভেন্ট আয়োজনের উদ্যোগ নিয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৪টি ইভেন্ট আয়োজিত হয়েছে। রাজ্য, জেলা ও মহকুমাস্তরে সাংস্ক'তিক ইভেন্টগুলির আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি জানান, রাজ্যভিত্তিক সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটি ইতিমধ্যেই পুর্নগঠন করা হয়েছে। জেলা এবং মহকুমাস্তরেও সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবে।

সভায় সচিব জানান, রাজ্যে কালচারাল কমপ্লে'গুলির ব্যবস্থাপনার জন্য সোসাইটি পুনর্গঠন করা হবে। এছাড়া ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা, ললিতকলা একাডেমি, সংগীত নাটক একাডেমি এবং সাহিত্য একাডেমি রাজ্যে তাদের সাংস্ক'তিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্বনয় সাধনের জন্য একটি সমন্বয় কমিটি গঠনের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় সচিব জানান, রাজ্যে সাংস্ক'তিক কর্মকাণ্ডের বিকাশে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর বিভিন্ন সাংস্ক'তিক সংস্থাকে সহায়তা প্রদান করছে। তিনি জানান, রাজ্যে শিল্পী ও সাংস্ক'তিক সংস্থাদের তালিকাভুক্তকরণের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এই নতুন নীতি অনুসারে তালিকাভুক্ত শিল্পীদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। এগুলি হচ্ছে এ, বি, বি (হাই)। এখন পর্যন্ত ৬টি বিষয়ে অডিশন সম্পর্ণ হয়েছে। মোট ১৬০২ জন আবেদনকারী অডিশনে উপস্থিত ছিলেন।

সভার আলোচনায় রাজ্যে লোকর'ন শাখাগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা হয়। এই সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই আগামীদিনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। সভায় রাজ্য লোগো, রাজ্য সংগীত, নতুন উদ্যোগ নিয়েও আলোচনা করেন দপ্তরের সচিব। সভায় সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা সঙ্গীত মেলা, কলা মেলা, শা'ীয় সমারোহ আয়োজনের জন্য প্রস্তাব রাখেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা ককবরকে অনুবাদ করার বিষয়েও আলোচনা হয়। সভায় আর্থিকভাবে দুর্বল সাংস্ক'তিক মনস্ক ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি নীতিমালা প্রণয়নসহ জাতীয়স্তরে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের সংবর্ধনা প্রদানের জন্য আলোচনা হয়। তাছাড়াও রাজ্যের প্রবীণ শিল্পীদের জন্য পেনশন প্রকল্প এবং তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের একটি টিভি চ্যানেল চালু করার বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।